জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কবাডিতে বিশ্বজয়

দেশের মেয়েদের একের পর এক বিশ্বজয়। মহিলা ক্রিকেটে দুটি বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার কবাডিতে। বাংলাদেশে কবাডি বিশ্বকাপে চিনকে হারিয়ে ভারতের মেয়েরা হলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার

বঙ্গোপসাগরে তৈরি-হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে সেনিয়ার। যার অর্থ সিংহ

অস্বাভাবিক চাপে নাজেহাল, সিইও দফতর অভিযানে ক্ষুব্ধ বিএলওরা

মতুয়াগড়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর মেগা জনসভা ও মহামিছিল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮০ ● ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 180 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 25 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

একাধিক প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি কমিশনে

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে ফের চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তাঁর পত্রবোমা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লক্ষ্য করে। চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের এসআইআর-সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজে না লাগানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বেসরকারি আবাসনকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করার সিদ্ধান্তেরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা দু'পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সিইও-র দফতর এমন কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে যা নির্বাচন পরিচালনার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিপন্থী এবং যার ফলে প্রশ্ন উঠছে কমিশনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়েও। (এরপর ১২ পাতায়)

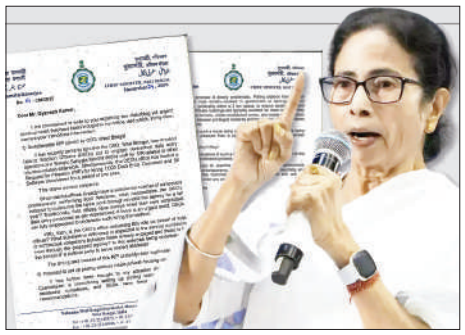

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন

- বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের কেন এসআইআর সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করানো হচ্ছে
- বেসরকারি আবাসনে কেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবে
- সিইও দফতরের কাজে নিরপেক্ষতার অভাব
- জেলা স্তরে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও সফ্টওয়্যার ডেভেলপার থাকা সত্ত্বেও কেন এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ? এর পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থের সম্ভাবনা
- কমিশনের কাজে বৈষম্য প্রকাশ্যে

মৃত্যুমিছিল

■ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল চলছে। এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার বাবলু হেমব্রম (৪৫)। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় বাবা-মা এবং নিজের নাম না থাকার আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। রাতের খবর, বেলডাঙার কমল নন্দীর (৫৩) আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে।

এসএসসি-ফল

■ এসএসসির নবম ও দশমের নিয়োগের ফলাফল প্রকাশিত হল। ওয়েবসাইটে রোল নম্বর দিয়ে লিখিত পরীক্ষার ফল জানতে পারছেন চাকরিপ্রার্থীরা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, ১১টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হয়। শূন্যপদ ছিল ২৩,২১২টি। পরে আসন বাড়বে। সময়মতো ফলপ্রকাশে সন্তোষ প্রকাশ করে ব্রাত্য বলেন, সবকিছুই স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে। ভরসা রাখুন।

মহাকাল মন্দির

■ সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত— ১. ২৯ একর জমিতে মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির। ২. ডাবগ্রামে ১০ একর জমিতে কনভেনশন সেন্টার। ৩. পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামের ১৫ হাজার কিমি ও শহরের কিমি রাস্তা নির্মাণ। ৪. ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ির টাকা জানুয়ারিতে। ৫. রাজ্যে মোট ৭টি শিল্প পার্কের জন্য আরও জমি।

যুদ্ধ শুরু যে সৈনিক সঙ্গে থাকবে না, তাকে দলেরও প্রয়োজন নেই

প্রতিবেদন : মনে রাখবেন, ভোট একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দলের যে সৈনিক থাকবে না সে পিছিয়ে পড়বে। আপনি এই যুদ্ধে যদি অংশ নিতে না পারেন, মাঠে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে না পারেন তবে দলও আপনাকে দেখবে না। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি দলীয় নেতা-নেত্রীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই ভার্চুয়াল বৈঠকে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ও নির্দেশের মধ্যে দিয়ে অভিষেক স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণার জন্য অপেক্ষা নয়, আসলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই গোটা দলকে সেভাবেই এখন থেকে মাঠে থাকতে হবে।

শৈথিল্য বরদাস্ত নয় : এসআইআর পর্বে দলের তরফে কলকাতা থেকে জেলায় যাঁদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এই কাজে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করবে না দল। অভিষেক বলেন, এসআইআর-এর মাধ্যমে বিজেপি ভোট চুরি করবে। ফলে আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ফর্ম ফিলআপ-অ্যাপে তথ্য (এরপর ১০ পাতায়)

■ এসআইআর নিয়ে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠকে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

দলের নেতৃত্ব এবং কর্মীদের কাছে নির্দেশিকা

- শৈথিল্য নয়। ধরুন নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। ৬ মাস এই লড়াই চালাতে হবে
- যাঁরা মনে করছেন আমার ভোট নয়, তাঁরা ভুল করছেন। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই ভোটের টিকিট
- ভাল কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের তালিকা (টপ ১০), সঙ্গে পিছিয়ে থাকাদেরও

- উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কাজে অসন্তুষ্ট। অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমকে দায়িত্ব। হচ্ছে বৈঠক
- এসআইআরে চক্রান্তের প্রতিবাদে দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল
- মনরেগা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি অভিযান করবে তৃণমূল কংগ্রেস

■ এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা পর্যালোচনা বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জল-জলে

জল, সাঁতার কাটছে জলে,
রৌদ্র দগ্ধ তাপপ্রবাহে জলগ্রীষ্ম।
গরমে ক্লান্ত জলাশয়, ক্লান্ত পুকুর
জলস্রোতে দাবদাহ ভীষ্ম।
মাছগুলো যেন লুকিয়ে পড়েছে
সর্প দেবতারাও জল অন্দরে,
সবার গরমে, সব তাপ গ্রহণ করে
জলও ঢেউ খেলছে জলের স্তরে।
হাওয়া-বাতাসে জলসিঞ্চনে
জলমাতাও তৃষ্ণার্ত,
কোথায় পাবে একটু শীতল জল
সাঁতরাচ্ছে জল-জলে দৃশ্যত।
জলে তো সবাই সাঁতরাই,
জল কি কখনো সাঁতরায়?
দেখতে হলে পুকুরে তাকাও
জলই জলের আপন ভরসায়।

প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

প্রতিবেদন : শোলের বীরু নেই। ৮৯-তেই পূর্ণচ্ছেদ জীবনের। বলিউডের মোস্ট হ্যান্ডসাম নায়ক ধর্মেন্দ্র কেওল কৃষাণ দেওল প্রয়াত। সোমবার দুপুরে জুহুর বাড়িতেই তিনি প্রয়াত হন। মাত্র কয়েকদিন আগেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি

শোক মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের

ফেরেন। চলছিল চিকিৎসা। তার মাঝেই হঠাৎ ইন্দ্রপতন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর খবর গোপন রাখতে পরিবারের লোকেরা অস্বাভাবিক আচরণ করেন। সাড়ে ১২টা নাগাদ জুহুর বাড়িতে একটি অ্যাম্বুল্যান্স আসে। অ্যাম্বুল্যান্সটি ধর্মেন্দ্রকে বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যায়। সকলের ধারণা ছিল গাড়ি যাচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে ছিল ধর্মেন্দ্রর মৃতদেহ। সোজা ভিলে পার্লের পবন হংস শ্মশানে পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্সটি। সেখানেই একে একে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 November, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৩ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনানন্দ-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি। জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি। তাঁকে নিয়ে নানান গল্পকথা ঘুরত লোকের মুখে মুখে। বাড়িতে গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না, অফিসে গেলেও না, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ির লোককে না জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। ফলে প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালের অগাস্ট মাসে, আর সেটা বই হয়ে বেরোয় ১৯৬১ সালের গোড়ায়। তিনি রবীন্দ্র-অনুকরণেই লিখেছিলেন 'দূর বাগানের কেতকী ফুল/ হয়তো এখন ফুটে আকুল/ শেষ শ্রাবণের মেঘে'র মতো লাইন। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা 'স্ববিরোধী'তে বোধহয় মিলে যায় এর কারণের ইঙ্গিত। —'তোমার বিষণ্ণ গান আমায় করেছে স্ববিরোধী.../ বৃষ্টি শুরু, হলুদ অমলতাসে বৃষ্টি ঝরে পড়ে/ উদাসীন মাঠে বৃষ্টি, রঙিন কাঁকরগুলি হাঁ করে/ ধুলোয় পড়ে আছে।' হেমন্তের হরকরা শক্তি লিখেছিলেন, 'কোথায় তোমার দুঃখকষ্ট, কোথায় তোমার জ্বালা/ আমায় বলো, আমারই ডালপালা'। ছাত্রজীবনে ক্লাসছুট, স্বেচ্ছাচারী শক্তি আনন্দবাজার থেকে অবসর নেওয়ার পর বিশ্বভারতীর অনুরোধে ৯৫ সালে পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'ভিজিটিং' প্রফেসর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবের স্মারকপত্রের জন্য লিখেছিলেন শেষ কবিতা, 'হঠাৎ অকালবৃষ্টি শান্তিনিকেতনে/ রাতভোর বৃষ্টি হল শান্তিনিকেতনে/ আমের মঞ্জরী পেল বৃষ্টি ও কুয়াশা/ বসন্তের মুখোমুখি শিমুল পলাশ।' তাঁর দোষ, গুণ, হঠকারিতা— সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভাল না বেসে পারা যেত না। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই'। 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'দাঁড়াবার জায়গা' (উপন্যাস), 'অবনী বাড়ি আছো?' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক নিজেও লিখে গিয়েছেন, 'ভালবাসা ছাড়া আর কোনও যোগ্যতাই নেই এই দীনের'।

২০২০ দিয়াগো মারাদোনা (১৯৬০-২০২০) এদিন প্রয়াত হলেন। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতাব্দীর সেরা গোল করেছিলেন আর্জেন্তিনার ১০ নম্বর জার্সিধারী। খেলার বয়স তখন ৫৫ মিনিট। তার ঠিক মিনিট চারেক আগে পিটার শিলটনকে বোকা বানিয়ে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন তিনি। পরে সেই গোল প্রসঙ্গে মারাদোনা বলেছিলেন, "আমার সতীর্থরা কখন এসে আমাকে আলিঙ্গন করবে, তার অপেক্ষায় ছিলাম। দেখলাম কেউই এগিয়ে এল না। আমি ওদের বললাম, এসো আমাকে আলিঙ্গন করো।" পরে সাংবাদিক বৈঠকে সেই গোল নিয়ে রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়ে মারাদোনা বলেছিলেন, "ওটা ঈশ্বরের হাত ছিল।" আসলে দিয়েগো মারাদোনা একটা আবেগের নাম। কিংবদন্তি, নায়ক, ফুটবলের ব্যাড বয়... কোনও একটা সংজ্ঞায় বাঁধা যেত না সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার মানুষটাকে।

২০১৬ ফিদেল কাস্ত্রো (১৯২৬-২০১৬) এদিন প্রয়াত হন। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৭৬ অবধি কিউবার প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ অবধি সে-দেশের প্রেসিডেন্ট, ১৯৬১ থেকে টানা ২০১১ অবধি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। সালতামামিই একনায়ককে নির্ভুল চিনিয়ে দেয়। বিশের দশকে স্পেন থেকে কিউবায় আসা অভিবাসী আখচাষি আনহেল কাস্ত্রো ই আর্গিস-এর পুত্র যখন জন্মাচ্ছেন, রুশ বিপ্লবের বয়স এক দশকও হয়নি। চিনে ৩৩ বছরের কমিউনিস্ট নেতা মাও জে দং জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং চাষিদের খাজনা না দিতে আবেদন করছেন। এশিয়া, আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশই তখন বিদেশি শাসকের অধীনে। আর নব্বই বছরের ফিদেল আলেহান্দ্রো কাস্ত্রো যখন মারা গেলেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্তিত্বহীন, চিন দুনিয়ার অন্যতম ক্ষমতাশালী দেশ, মাওয়ের বিপ্লবী নীতি সে-দেশে হাজার টাকার অচল নোট। পৃথিবী বদলে গিয়েছে।

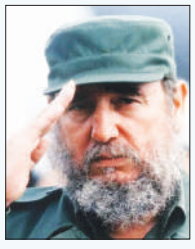

১৯৩৪ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-১৯৯৮) এদিন বর্ধমানের মন্তেশ্বরে জন্ম নেন, বিশিষ্ট পালাকার। ১৯৬০-এ চিৎপুরের যাত্রাপালা জগতে তাঁর প্রবেশ। তাঁর জনপ্রিয় পালাগুলির মধ্যে আছে 'রক্তে ধোয়া ধান', 'একটি পয়সা', 'মা মাটি মানুষ', 'অচল পয়সা', 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ', 'শান্তি তুমি কোথায়' ইত্যাদি।

১৯৮১ রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১) এদিন প্রয়াত হন। সুরশিল্পী, সংগীত পরিচালক, সঙ্গতিয়া হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। প্রায় ১৫০টি ছবির সুরকার ছিলেন। আগে নাচগানের দৃশ্যে শ্যুটিংয়ের সময় গান রেকর্ড করা হত। সে-অসুবিধাও দূর করেন রাইচাঁদ।

২৪ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২,৩৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২,৪১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১,৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫,৪৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫,৪৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬৭	৮৮.৭০
ইউরো	১০৩.৩৫	১০২.২৭
পাউন্ড	১১৭.৫৮	১১৬.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ শিল্পা শেঠি

কর্মসূচি

■ এসআইআরে আতঙ্কিত চা-বাগানের শ্রমিকদের পাশে আইএনটিটিইউসি। প্রতিদিন তাঁদের ফর্ম পূরণে সহায়তা করছে সংগঠন। সোমবার দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে তরাইয়ের মাঞ্চা চা-বাগানে বাংলার ভোট রক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৬

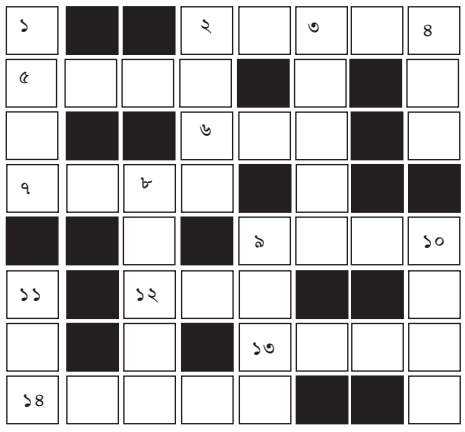

পাশাপাশি : ২. বর্ষাঋতু, বৃষ্টির সময় ৫. নীরোগ ৬. সোমনাথ বা সোমতীর্থ ৭. মঙ্গল ৯. মন্দির, গৃহ প্রতিষ্ঠান ১২. নিকৃষ্ট ১৩. বনাগ্নির তাপ ১৪. মোটা রুটিবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. বছরের সবসময়েই ঘটে এমন ২. মাছাপিছু ৩. দুষ্টের নিগ্রহব্যাপারে রাজার সাহায্যকারী ৪. চিহ্ন ৮. ডাকযোগে টাকা পাঠানো ৯. আয়, আগম ১০. ধর্মীয় উপদেশ ১১. গণ্ডগ্রাম ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৫ : পাশাপাশি : ১. অস্বাদু ৩. পার্শ্বদেশ ৫. টুকিটাককরে ৭. লঙ্ঘন ৮. বক্রতা ১০. অশনিসম্পাত ১২. তিলমাত্র ১৩. সন্তাপ। **উপর-নিচ :** ১. অন্নজল ২. দুর্গাটুনটুনি ৩. পালটা ৪. শহুরে ৬. কর্ণাবতংস ৯. তারাধিপ ১০. অধীতি ১১. সন্মিত্র।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুপার নিউমেরারি কি চাকরির সুপারিশ করতে পারে এসএসসি? এই নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি সোমবার শেষ হল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু

আমার শহর

25 November, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদ
দিল্লি চলো, ডাক অভিষেকের

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষের প্রতি বিজেপির বিদ্বেষ বারবার ফুটে উঠছে। মনরেগা থেকে শুরু করে বাংলার বাড়ি, গ্রামীণ রাস্তা থেকে জল জীবন মিশন— বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছে বিজেপি সরকার। ফের এই বঞ্চনার প্রতিবাদে 'দিল্লি চলো' ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে মেগা বিক্ষোভে বিজেপির বিরুদ্ধে ঝড় তোলার কথা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

সোমবার পর্যালোচনা বৈঠকে দলের সাংসদদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ১০০ দিনের কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা আটকে রাখছে মোদি সরকার। বাংলার বাড়ি, গ্রামীণ রাস্তা, জল জীবন মিশনের টাকাও বকেয়া। বাংলার সঙ্গে বঞ্চনার প্রতিবাদে ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বকেয়ার দাবিতে মেগা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, এবার দেখতে চাই বিজেপি ও তার পুলিশ কীভাবে তৃণমূলকে আটকায়। এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার প্রশ্ন নেই। তৃণমূল সংসদীয় প্রতিনিধিদের দুটি দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে দাবি জানাবে। একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে বাংলার বকেয়া নিয়ে দাবি জানাবে। দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিলের কাছে বঞ্চনা নিয়ে সোচ্চার হবে। সাংসদ অধিবেশন শুরুর পরেই দিনক্ষণ নির্ধারিত করে দেওয়া হবে।

ঠাকুরনগরে আজ জনসভা, মিছিল নেত্রীর

সংবাদদাতা, বনগাঁ : এসআইআর আবহে মঙ্গলবার দুপুরে বনগাঁয় আসছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কর্মসূচিতে আছে জনসভা ও পদযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে যেমন কঠোর নিরাপত্তার চাদড়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে বনগাঁ, চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, ঠাকুরনগর। তেমনই ঘাসফুলের দলীয় পতাকা, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ ব্যানার, পোস্টারে সেজে উঠেছে গোটা এলাকা। বনগাঁর মানুষের পাশাপাশি এসআইআর আবহে মতুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই। প্রশাসন ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ বনগাঁ প্রতাপগড় মাঠের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে তিনি নামবেন। যদিও বিকল্প হিসেবে বনগাঁর কিষাণমান্ডির স্থায়ী হেলিপ্যাডও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

হেলিপ্যাড থেকে তিনি বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের পাশে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রধান দলীয় কার্যালয়ের সামনে জনসভা করবেন। সভা শেষ করে সড়কপথে চাঁদপাড়া বাজারে পৌঁছাবেন দুপুর ২টো নাগাদা। সেখান থেকেই দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে শুরু করবেন এসআইআর বিরোধী প্রতিবাদ পদযাত্রা। প্রায় ৩ কিলোমিটার পদযাত্রা শেষ হবে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া এলাকায়। সেখানেও একটি মঞ্চ বানানো হয়েছে। যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন সেখানেও বক্তব্য রাখতে পারেন। কর্মসূচি শেষ করে ঢাকুরিয়া বয়েজ স্কুল মাঠের অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তাঁর এই কর্মসূচি জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। হেলিপ্যাডে সোমবারও হেলিকপ্টার নামিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হয়। পাশাপাশি মঞ্চ তৈরি কাজ চলছে জোরকদমে। বনগাঁ সীমান্ত শহর হওয়াতে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বনগাঁয় আসা গাড়ি ও হোটেল রেস্টুরেন্টগুলিতে তল্লাশি ও নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতা-কর্মীরাও প্রস্তুতির কাজে লেগে রয়েছেন। সভায় আসা ও পদযাত্রায় হাঁটা মানুষদের কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

যে যেখানে দায়িত্বে

- ফিরহাদ হাকিম : কলকাতা
- অরূপ বিশ্বাস : হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান
- স্নেহাশিস চক্রবর্তী : কৃষ্ণনগর, রানাঘাট
- মানস ভুঁইয়া : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া
- মলয় ঘটক : পশ্চিম মেদিনীপুর
- বেচারাম মান্না : পূর্ব মেদিনীপুর
- সামিরুল ইসলাম : উত্তর দিনাজপুর, মালদহ
- প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় : দক্ষিণ দিনাজপুর
- প্রদীপ মজুমদার : পশ্চিম বর্ধমান
- দিলীপ মণ্ডল : কোচবিহার
- চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য : ঝাড়গ্রাম
- সুজিত বোস : বনগাঁ, বসিরহাট, রানাঘাট
- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : মুর্শিদাবাদ
- উদয়ন গুহ : জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার

বিএলএরা অ্যাগ্রেসিভ হবেন না :সুব্রত বক্সি

প্রতিবেদন : সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকের মুখবন্ধ করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। শুরুতেই তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন অসহযোগিতা করছে। বলছে আমরা নাকি ৬৫ শতাংশ বিএলএ ২ তালিকা দিয়েছি। অথচ আমরা ১০০ শতাংশ তালিকা জমা দিয়েছি। এরকম আরও অনেক কিছু হচ্ছে, হবে। আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে। তবে একটা কথা বলব, বিএলএরা বেশি অ্যাগ্রেসিভ হবেন না। বাকিদের বলব, আপনারাও ওঁদের পাশে থাকবেন। ওঁরা কোনও সমস্যায় পড়ছেন কি না নজর রাখবেন। এসআইআর পর্ব যতদিন চলবে ততদিন চোখ-কান খোলা রাখতে হবে সকলকে।

এসআইআরে ৩৫ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনে অভিযান ১০ সাংসদের

প্রতিবেদন : অপরিকল্পিত এসআইআর। আতঙ্কে বাংলার মানুষ প্রায় প্রত্যেক দিনই প্রাণ হারাচ্ছেন। কেন্দ্র ও কমিশনের তৈরি ভয়ের পরিবেশে ৩৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখন পর্যন্ত। এবার তারই প্রতিবাদে কমিশন অভিযানে নামছে তৃণমূল। সোমবার মেগা পর্যালোচনা বৈঠকে এই মর্মে সাংসদদেকর নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো সংসদীয় দল জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার ১০ জন সাংসদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে এসআইআর বিরোধিতায় একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন। এদিন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সাংসদ ও বিধায়কদের নিয়ে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠক করেন অভিষেক। সেখানেই তিনি এই কর্মসূচি স্থির করে দেন। জানিয়ে দেন, সংসদীয় প্রতিনিধি দলে থাকবেন তৃণমূলের লোকসভা উপদলনেতা শতাব্দী রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, সাজদা আহমেদ এবং রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, মমতাবালা ঠাকুর, সাকেত গোখেল ও প্রকাশ চিক বরাইকরা। আগামী সপ্তাহে ১ ডিসেম্বর সংসদের বাদল অধিবেশন চলবে তিন সপ্তাহ। এই সময়ে দলের সাংসদরা দিল্লিতে এই কর্মসূচি পালন করবেন।

দলে পারফরম্যান্সই শেষ কথা : অভিষেক

প্রতিবেদন : আগেও তিনি একথা বলেছেন। আবারও সেই পারফরম্যান্সের মাপকাঠিতে সতর্ক করলেন দলীয় নেতা-কর্মীদের। সোমবার দলের ভার্চুয়াল বৈঠকে ফের তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, পারফরম্যান্সই শেষ কথা। এদিন রাজ্যজুড়ে বৈঠকে থাকা নেতৃত্বকে সতর্ক করে তাঁর স্পষ্ট কথা, যাঁরা মনে করছেন, তাঁদের ভোট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ভুল ভাবছেন। যাঁরা মনে করছেন আমার ভোট নয়, তাঁরা ভুল করছেন। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে দলের নির্দেশ সত্ত্বেও গা লাগাচ্ছেন না, তাঁরা ভুল করছেন। ভবিষ্যতে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই দল আপনাদের ভোটের টিকিট দেবে। এটা ভাল করে বুঝে নিন। ফলে সবকিছু ভুলে গিয়ে দল যে দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছে, তা পালন করুন। কোনও কাজ করবেন না, শুধু চেয়ার গরম করার জন্য আপনি থাকবেন, সেটা হবে না। সেক্ষেত্রে দল যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

এসআইআরে কাজ টপ টেন বিধানসভা

প্রতিবেদন : এসআইআর সংক্রান্ত কাজে সাংগঠনিক দিক থেকে বেশ ভাল কাজ করেছে অনেক বিধানসভা। সোমবার মেগা বৈঠকে এসআইআরের কাজে এগিয়ে থাকা বিধানসভার তালিকা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে যে সমস্ত বিধানসভা পিছিয়ে রয়েছে, তাদের তালিকাও প্রকাশ করেন তিনি।

সোমবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি বলেন, সাংগঠনিকভাবে এসআইআরের কাজ বেশ ভাল করেছে ধনেখালি, হরিপাল, সিঙ্গুর, করণদিঘি, তারকেশ্বর, বালি, গোয়ালপোখর, রঘুনাথগঞ্জ, চাকুলিয়া ও রায়গঞ্জ। আর পিছিয়ে রয়েছে বালিগঞ্জ, বনগাঁ দক্ষিণ, বেলেঘাটা, এন্টালি, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা পোর্ট, কাশীপুর বেলগাছিয়া ও চৌরঙ্গী বিধানসভা।

বিএলএ ২ : উত্তর-দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ নজর

প্রতিবেদন : জেলার পাশাপাশি কলকাতার একাধিক বিধানসভায় বিএলএ ২-এর কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার অনেক জায়গায় বিএলএ ২ রেজিস্ট্রেশন করছেন না। ফর্ম ভরা বা জমা করার ক্ষেত্রে যে তৎপরতা দরকার সেটাও হচ্ছে না। তাই এদিন সকালেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। তারপর নেত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করেন তিনি। তাঁদেরকে কিছু বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। এদিন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা নিয়েও আলাদা সাংগঠনিক বৈঠকের নির্দেশ দেন অভিষেক। সেইমতো, মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠক হবে মোহিত মঞ্চে। দক্ষিণ কলকাতাতেও পৃথক বৈঠক ডাকা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

25 November, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই

এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র আর বিজেপির যৌথ চক্রান্ত। তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই লড়াই ক্রমশ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, অন্য বিরোধী দলগুলিও এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, প্রতিবাদ করছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলছে, দিল্লিতে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে যে চক্রান্ত হয়েছে বাংলায় তা হতে দেবে না। সেই সুর মিলিয়ে সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুর বেঁধে দিলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ভোট যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। শুরু হওয়ার কথা ছিল তিনমাস পরে। কিন্তু কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা বাধ্য করেছে পরিস্থিতি বদলে। সোমবার ২৫ হাজারের বেশি দলীয় নেতা-নেত্রীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, এতটুকু শৈথিল্য দেখানো যাবে না। ধরে নিন নির্বাচন নির্ঘণ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। ছ'মাস ধরে লড়াই চালাতে হবে। প্রত্যেকটি নেতা-কর্মীকে দলীয় নির্দেশ পালন করে নিজেদের কাজ করতে হবে। যাঁরা ভাল কাজ করছেন, তা অব্যাহত রাখতে হবে। যাঁরা সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি তাঁদের দ্রুত তা সংশোধন করে নিতে হবে। ১০০% এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। প্রত্যেকটি মৃত্যুর হিসেব দিতে হবে কমিশনকে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভোট-রক্ষা শিবির। প্রকৃত ভোটাররা যাতে বাদ না পড়েন তার জন্য প্রয়োজনে মাইকিং করতে হবে। বুথ ধরে ধরে বিধায়ক, সাংসদদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিলেন। ১৫ দিন অন্তর রিপোর্ট যাবে নেত্রীর কাছে। অর্থাৎ বাংলায় শুরু হল আর এক বৃহত্তর লড়াই। যে লড়াই গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। কমিশন আর বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইয়ে এতটুকু জমি ছাড়া চলবে না।

e-mail থেকে চিঠি

এর বেলায় নীরব কেন?

অরুণাচল প্রদেশ চিনের অংশ। এই যুক্তিতে সাংহাই বিমানবন্দরে এক ভারতীয় তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল। দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই তরুণীকে আটকে রাখা হয়। এমনকী তাঁর পাসপোর্টকে অবৈধ বলেও দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি গত ২১ নভেম্বরের। প্রেমা ওয়াংজম থংডক ওই দিন লন্ডন থেকে জাপান যাচ্ছিলেন। সাংহাই পুডং বিমানবন্দরে জাপানগামী ওই বিমান তিন ঘণ্টার বিরতি নিয়েছিল। তখনই হেনস্থার শিকার হন অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক প্রেমা ওয়াংজম থংডক। বর্তমানে লন্ডনে থাকেন প্রেমা, তবে এখনও তিনি ভারতীয় নাগরিক। প্রেমা ওয়াংজম থংডক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''অভিবাসনের পর, আমি আমার পাসপোর্ট জমা দিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক তখনই একজন কর্মকর্তা এসে আমার নাম-সহ 'ভারত, ভারত' বলে চিৎকার করতে শুরু করেন এবং আমাকে আলাদা করে দাঁড়াতে বলেন। কেন এমন আচরণ? আমি জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে ইমিগ্রেশন ডেস্কে নিয়ে যান এবং বলেন, 'অরুণাচল, বৈধ পাসপোর্ট নয়'।''একাধিক অভিবাসন কর্মী এবং চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের কর্মীরা জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে উপহাস করেছেন, হেসেছেন এবং এমনকী তাঁকে 'চিনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার' পরামর্শ দিয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছেন প্রেমা। বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অরুণাচল প্রদেশের নাগরিকদের প্রতি সরাসরি অপমান, সন্দেহ নেই। অরুণাচল প্রদেশের ভারতীয়রা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় এই ধরনের বাধার সম্মুখীন যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার আশ্বাস এখনও কেন নেই মোদি সরকারের তরফে! পাকিস্তানে এমন ঘটনা ঘটলে তো ছি-ছি পড়ে যেত!

—**ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কী ভেবেছে এই নরপশুরা? এভাবে পার পেয়ে যাবে!

বিএলওরা আত্মঘাতী হচ্ছেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও বিএলওর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দু'হাতে এলবো ক্রাচে ভর করেই প্রত্যেকদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে হচ্ছে। ওদিকে, নির্বাচন কমিশন নিজেদের কাজ গুছিয়ে রাখার জন্য দু'মাস আগেই টেন্ডার দিয়ে ১০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করেছে। লিখছেন **সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়**

রাজ্যে মৃত্যুমিছিল। একের পর এক বিএলও আত্মঘাতী হচ্ছেন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এক কথায় নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনাহীনতার যূপকাষ্ঠে মরতে হচ্ছে তাঁদের। তবু নির্বিকার কমিশন। মিথ্যাচার মিডিয়ার একাংশের। উল্লাস বিজেপি শিবিরে, জল্লাদের আনন্দ প্রকাশ তাতে প্রতিফলিত।

রিঙ্কু তরফদার (৫১)-এর প্রাণহীন দেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে নিজের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছিলেন তিনি। কোনও রাখঢাক না করে। অথচ, এই মৃত্যুর জন্য কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি, এই অজুহাতে পুরো বিষয়টা এড়িয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে দানবিক ইলেকশন কমিশন ও অমানবিক বিজেপি শিবিরের তরফ থেকে। পাশে বাজারি কাগজের পরোক্ষ সমর্থন। আরএসএস-এর সঙ্গী এক মিডিয়া কর্মী তাঁর ফেসবুক পোস্টে আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে 'সুইসাইডের নাটক' বলতে ইতস্তত করেননি। কতটা নিচে নামলে, কতখানি অসংবেদনশীল হলে মৃত্যু নিয়ে এরকম মশকরা করা যায়!

এইসব আসুরিক মানসিকতার ব্যক্তিবর্গ সম্ভবত জানেন না, এরকম ঘটনা যে কেবল পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে, তা নয়। অন্য সব জায়গা বাদ দিলেও যোগী রাজ্যে ও মোদি রাজ্যেও ঘটছে, ঘটেই চলেছে, একেবারে ঘটমান বর্তমান।

৫০ বছর বয়সি বিজয়কুমার বর্মা লখনউয়ের মলিহাবাদ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামিত্র হিসাবে কাজ করতেন। নিজের এলাকায় বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। বিজয় মারা গিয়েছেন গত শুক্রবার রাতে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায়। লখনউয়ের এই বিএলও-র মৃত্যুর পর উত্তরপ্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষামিত্র সঙ্ঘের রাজ্য জেনারেল সেক্রেটারি সুশীল কুমার কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর কথায়, ''সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য সিনিয়র আধিকারিকেরা ওঁকে চাপ দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, সময়ে কাজ শেষ না-করতে পারলে ওঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হতে পারে। যখন-তখন ফোন করছিলেন।'' মৃতের পরিবারও এসআইআর-এর কারণে মারাত্মক চাপের কথা জানিয়েছেন, দাবি সুশীলের। কাজ করতে করতে গত সপ্তাহে পড়ে গিয়েছিলেন বিএলও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

শুক্রবারই গুজরাতে নিজের বাড়ি থেকে এক বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, এসআইআরের কাজে মানসিক চাপে ভুগছিলেন। সেই মানসিক অবসাদ থেকেই চরম পদক্ষেপ করলেন তিনি। সুইসাইড নোটে না কি সেই কথা উল্লেখ করেছেন মৃত বিএলও।

গুজরাতের গিরের এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন অরবিন্দ ভাধের। তাঁর এলাকায় এসআইআর কাজের জন্য বিএলও হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত কয়েক দিন স্কুল সামলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছিলেন অরবিন্দ। শুধু তা-ই নয়, ভোটারদের ফর্ম পূরণ হয়ে গেলে, তা সংগ্রহ

করা থেকে শুরু করে অনলাইনে আপলোড করা সবই করতে হচ্ছিল। তা নিয়ে মানসিক চাপে ছিলেন অরবিন্দ। শেষে শুক্রবার সকালে নিজের ঘর থেকে অরবিন্দের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, ''আমার পক্ষে এসআইআরের কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। এই কাজ গত কয়েক দিন ধরে আমি ক্লান্ত এবং মানসিক ভাবে চাপে আছি। দয়া করে আপনারা আমার পুত্রের যত্ন নিন। এই পদক্ষেপ করার ছাড়া আমার কাছে আর কোনও উপায় ছিল না।''

এর মধ্যেই সামনে এসেছে আরেক খবর।

বিজেপির উসকানিতে তাদের নয়া শাখা সংগঠন নির্বাচন কমিশন এমন একটি কাজ করেছে, যা আদতে কমিশনের দ্বিচারিতা ফাঁস করে দিয়েছে। তাদের মুখ আরও পুড়িয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর একটি টেন্ডার ডাকে সিইও দফতর। সেখানে বলা হয়, ভোট-সংক্রান্ত কাজে রাজ্য জুড়ে এক বছরের চুক্তিতে হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নেওয়া হবে। তার জন্য বেসরকারি এজেন্সিগুলিকে দরপত্র দিতে বলা হচ্ছে। ভোটার ম্যাপিং, ইলেক্টোরাল রোল তৈরি-সহ বিপুল কাজ করতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর প্রয়োজন ছিল। সেজন্যই এই বিজ্ঞপ্তি। এবং সেটা কখন দেওয়া হল? যখন বিধানসভা নির্বাচন বহুদূর, এসআইআরের ঘোষণাও হয়নি। অর্থাৎ, নিজেদের কাজ আগেভাগে গুছিয়ে রেখেছে কমিশন।

আর এখন, এক মাসের সময়সীমায় বিএলওদের নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া সত্ত্বেও গা নেই তাদের! ১৯ দিনে এই ১২টি রাজ্যে ১৮ জন বিএলওর মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। অধিকাংশই আত্মঘাতী। তারপরও ২১ নভেম্বর কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রত্যেক জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআরের কাজে চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্টি অপারেটর, বিএসকে কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। এক কথায়, বিএলওদের ডেটা এন্ট্রির জন্য কোনও সহায়ক দিতে পারবে না জেলা প্রশাসন। সব কাজ বিএলওদেরই করতে হবে।

কেন এই দ্বিচারিতা? কারণ, পালের গোদা বিজেপি এমনটাই করতে বলেছে। বঙ্গ বিজেপি চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিল, এভাবে নাকি ভোটারদের যাবতীয় তথ্য শাসক তৃণমূলের হাতে চলে যাবে। তারই জেরে কমিশনের এমন নিষেধাজ্ঞা। অথচ, যে এক হাজার অপারেটর নিয়োগের জন্য কমিশন টেন্ডার ডেকেছিল, তাঁরাও তো বেসরকারি সংস্থারই নিয়োগ! সেক্ষেত্রে তথ্য ফাঁসের ভয় নেই? ওয়েবেল কিংবা এনআইসির মতো সরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব না দিয়ে বেসরকারি অপারেটরদের হাতে কেন এই কাজ ছাড়া হল? আর এটা করার পর এখন বিএলওদের পাহাড়প্রমাণ চাপ কমাতে প্রশাসন যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, বা সহায়ক নিয়োগ করে সেখানে আপত্তি কোথায়?

আসলে, এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতাই প্রকাশ করেছে। বিজেপির উসকানিতে ওরা বাংলার ভোট প্রভাবিত করার খেলায় নেমেছে।

পরিশেষে আর একটা অমানবিকতার ছবি। এই ছবি আমাদের রাজ্যের, ঘাটালের। ৬৫ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও দিনরাত এক করে কাজ করে যেতে হচ্ছে ২৩০-দাসপুর বিধান সভার ৮০ নম্বর বুথের বিএলও সৌগত ধাড়াকে। তিনি দু'হাতে এলবো ক্রাচে ভর করেই বাড়ি-বাড়ি এসআইআরের ফর্ম নিয়ে ঘুরছেন। এসআইআরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষকও বিএলও'র দায়িত্ব থেকে রেহাই পাননি। আট বছর চাকরি জীবনের আগে কখনও তাঁর ভোটে বা বিএলও'র দায়িত্ব পড়েনি। কিন্তু এবারই আচমকাই তাঁর এসআইআরের মতো বিশাল চাপযুক্ত ডিউটি ঘাড়ে পড়ে গিয়েছে। ৮০ নম্বর বুথে ভোটার সংখ্যা ৮০০'র কাছাকাছি। যেখানে বিএলও সৌগত ধাড়াকে চলাফেরা করতে হলে হাত দু'টিতে ক্রাচ ধরে রাখতে হয় সেই পরিস্থিতিতে ৮০০ ভোটারের দু'কপি করে মোট ১৬০০ এসআইআর ফর্ম-সহ অন্য নথি নিয়ে দোরে, দোরে যেতে হচ্ছে। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি, বাড়ি গিয়েই ফর্ম পূরণের আপডেট সংগ্রহ, পূরণ করা ফর্ম ভোটারদের থেকে নিয়ে সেগুলি দায়িত্ব সহকারে আপলোড করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি একের পর এক বিএলওর অসুস্থতার খবর সামনে এসেছে। একাধিক বিএলও আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। যেখানে এসআইআরের চাপে সুস্থ কর্মীরাই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সেখানে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই ডিউটি দেওয়া কোনও ভাবেই মানা যায় কি!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাবা-মায়ের সাংসারিক অশান্তিতে নাবালক শিশুকন্যার হেফাজত নিয়ে উঠল প্রশ্ন। উত্তর খুঁজতে ডিএসপি কর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত

প্রকাশিত হল নবম-দশমের ফলাফল, শুভেচ্ছা ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল এসএসসির নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল। সোমবার নির্ধারিত সময় কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। নিজেদের রোল নম্বর দিয়ে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন ফল প্রকাশের পরে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মোট ১১টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এর জন্য শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ২৩,২১২টি। যদিও পরে সেই আসন বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। কমিশন আগেই জানিয়েছিল যেহেতু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শূন্য পদের আসনের সংখ্যা কম তাই আগে সেখানে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হবে। সেই মতোই ৪ ডিসেম্বর একাদশ ও দ্বাদশের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হলে তারপর নবম-দশমের নিয়োগের জন্য ভেরিফিকেশন শুরু হবে। শূন্য পদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে সেই বিষয়টিও ইন্টারভিউ এবং নথি যাচাই প্রক্রিয়ার আগে জানিয়ে দেওয়া হবে। ফল প্রকাশের পর ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা যা গত ৭ সেপ্টেম্বর নেওয়া হয়েছিল তার ফল প্রকাশ করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকনির্দেশনায় এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সময়মতো ফল প্রকাশ করায় কমিশনকে সাধুবাদ। চাকরিপ্রার্থীদের কাছে আবেদন সবকিছু স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে। ভরসা রাখুন।

শোকজের হুমকি, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বিএলও

সংবাদদাতা, হুগলি : একেই শারীরিক অসুস্থতা। তার উপর অমানুষিক কাজের চাপ। বারবার কমিশনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। উল্টে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে শোকজের হুমকি! হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপে ও শোকজের ভয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিএলও আবু তোহরাব বিন আমান। রবিবার সন্ধায় হঠাৎই বুকে তীব্র ব্যথা হওয়ায় দ্রুত চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বাঁশবেড়িয়া ১৪৮ নং বুথের বিএলও আবু তোহরাবকে। সোমবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বিএলও'র অভিযোগ, বারবার কমিশনকে জানিয়েছি এত কাজের চাপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারপরও শোকজ করার ভয় দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর। আবু তোহরাব আই এম হাই মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষক। শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও এসআইআর-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরিবারের দাবি, কাজের প্রচণ্ড চাপের কারণে তিনি গত কয়েকদিন ধরেই মানসিক চাপে ছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলর এমডি শহিদ বলেন, শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাবে কাজ করছিলেন। বিষয়টি উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। অসুস্থ বিএলও'র কাকা জানিয়েছেন, অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং উচ্চমানের চিকিৎসা দরকার। বাড়িতে দুই মেয়ে এবং বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন, সবাই গভীর উদ্বেগে।

এসআইআর মামলা মুলতুবি

প্রতিবেদন : অনির্দিষ্টকালের জন্য এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপরে নির্ভর করছে মামলার ভবিষ্যৎ। আদালতের নজরদারিতে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০০২ সালকে ভিত্তি করে কেন এসআইআর চলছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এই নিয়ে কমিশনের হলফনামা তলব করেছিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু সোমবার কমিশনের বক্তব্যের পর হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই মামলা মুলতুবি থাকছে।

ডাবগ্রামে কনভেনশন সেন্টার ■ মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়িতে ২৯ একর জমিতে তৈরি হবে বৃহত্তম মহাকাল মন্দির

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতিমতো উত্তরবঙ্গে মহাকাল মন্দির নির্মাণে সবুজসংকেত দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার নবান্নে হওয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় এই মহাকাল মন্দির তৈরি হবে। এই প্রকল্পের জন্য উজানু মৌজায় প্রায় ২৫ একর এবং গৌড়চরণ মৌজায় প্রায় চার একর জমি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে হস্তান্তর করা হবে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এর মধ্যে ভূমি দফতরের অধীনে থাকা প্রায় ১৭ একর জমি পর্যটন দফতরের হাতে দেওয়া হবে।

এদিনই মন্ত্রিসভা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডাবগ্রামে প্রায় ১০ একর জমিতে তৈরি করা হবে একটি আধুনিক কনভেনশন সেন্টার। একইসঙ্গে পথশ্রী গ্রামীণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার এবং শহুরে এলাকায় আরও প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। গৃহনির্মাণ প্রকল্পেও বড় ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। নতুন প্রায় ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির আর্থিক অনুদান জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ দেওয়া হবে বলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ জুড়ে পর্যটন পরিকাঠামো এবং সংযোগব্যবস্থা উন্নত করতে এই সিদ্ধান্তগুলি আগামী দিনে বড় ভূমিকা নেবে। এছাড়াও রাজ্যে মোট সাতটি শিল্পপার্ক উন্নীত করা হচ্ছে। কোচবিহারে দুটি, কল্যাণীতে একটি, উলুবেড়িয়ায় একটি, বিষ্ণুপুরে একটি এবং ফলতায় দুটি শিল্পপার্কে জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে।

কসবা-কাণ্ডে সাংবাদিক বৈঠকে জানাল লালবাজার

মৃতের পাকস্থলীতে মিলল অ্যালকোহল হোটেলের ঘরে শ্বাসরোধেই খুন আদর্শকে

প্রতিবেদন : ডেটিং অ্যাপে মরণফাঁদ! আলাপীর সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এসেই নিহত দুবরাজপুরের আদর্শ লোসাঙ্কা! হোটেলের ঘরে তিনজনের পার্টিতে ব্ল্যাকমেইলে বাধা দিতেই দু'পক্ষের ধস্তাধস্তি। শেষে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় আদর্শকে। কসবার হোটেলে যুবক-খুনে তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানাল কলকাতা পুলিশ। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে কসবা-কাণ্ডের বিস্তারিত জানালেন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) রূপেশ কুমার। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, পার্ক স্ট্রিট ও কসবার হোটেলে খুনের পর এবার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। রবিবার লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন থানাকে শহরের হোটেলগুলিতে 'সারপ্রাইজ চেকিং' চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

শনিবার বিকেলে কসবার এক হোটেলে বীরভূমের আদর্শ লোসাঙ্কার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তে জানা যায়, মৃতের পাকস্থলীতে খাবারের সঙ্গে ছিল অ্যালকোহলের উপস্থিতি। তবে শ্বাসরোধ করেই খুনের ব্যাপারে নিশ্চিত পুলিশ-চিকিৎসকরা। তদন্তে নেমে কোমল সাহা নামে এক তরুণী ও ধ্রুব মিত্র নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। সোমবার লালবাজারে সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুগ্ম কমিশনার রূপেশ কুমার জানান, বৃহস্পতিবার 'বাম্বেল' ডেটিং অ্যাপে কোমলের সঙ্গে পরিচয় হয় আদর্শের। পরদিনই দু'জনে কসবায় দেখা করেন। কোমলের সঙ্গে সেইসময় ছিলেন তাঁর সঙ্গী ধ্রুব মিত্র। শুক্রবার রাতে দু'জনের সঙ্গে হোটেলে চেক-ইন করেন আদর্শ। ডেটিং অ্যাপে প্রেমের ফাঁদ পেতে কোমল এবং ধ্রুব পার্টির নাম করে আদর্শকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে। বাধা দিতেই খুন হন ওই যুবক।

■ সোমবার লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার ও ডিসি (দক্ষিণ শহরতলি) বিদিশা কলিতা।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ উদ্ধারের সময় আদর্শের নাক দিয়ে রক্ত বেরচ্ছিল, শরীরেও একাধিক আঘাত ছিল। ঘরে পড়ে ছিল মদের বোতল। বিছানার এলোমেলো অবস্থা ও ঘরের পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়, সেখানে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত ধ্রুব ও কোমল দমদমে লিভ-ইনে থাকত। খুনের পর আদর্শের দুটো ফোন এবং মানিব্যাগ নিয়ে অ্যাপ-ক্যাবে তারা উল্টোডাঙা চলে যায়। সেখানে আদর্শের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা তোলে অভিযুক্তরা। তারপর শহরের একাধিক জায়গায় ঘুরে নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে নিজেরাই কসবা থানায় আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, পরপর হোটেলে খুনের পর এবার শহরের হোটেলগুলিতে কারা আসছেন, থাকছেন— সেসব নিয়ে খোঁজখবর নেবে পুলিশ। শহরের প্রত্যেক থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলকাতার বিভিন্ন হোটেল কিংবা লজে আচমকা অভিযান চালিয়ে বোর্ডারদের আধার বা অন্য পরিচয়পত্র, বিদেশিদের পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য পরিচয়পত্র পরীক্ষা করতে হবে। কোত্থেকে থেকে এসেছেন, কোথায় গন্তব্য, কী পেশা— সব খোঁজখবর নিতে হবে।

আসছে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি-হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে 'সেনিয়ার'। এই নাম দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যার অর্থ 'সিংহ'। নভেম্বর মাসের শেষে বিশাখাপত্তনমের কাছাকাছি ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না। রাজ্য জুড়ে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। এখন শীতের আমেজ অনেকটাই কম। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি। রাজ্যে আগামী ৩-৪ দিনে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। সব জেলাতেই খুব সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। কলকাতায় ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা থাকবে আগামী পাঁচ দিন। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। শুষ্ক হাওয়ায় হালকা শীতের আমেজ লাগবে। রাতে এবং খুব সকালে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় তা উধাও হবে। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা।

আমতায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধনে বিধায়ক সুকান্ত পাল

এসআইআরের অস্বাভাবিক চাপ
সিইও দফতর অভিযানে বিএলওরা

প্রতিবেদন : অস্বাভাবিক কাজের চাপ! মাথার উপর সর্বক্ষণ ঝুলছে কমিশনের খাঁড়া! শারীরিক অসুস্থতাতেও রেহাই মিলছে না। সব মিলিয়ে দুর্দশার শেষ নেই বিএলওদের। তাই এবার কমিশনের বিরুদ্ধে পথে নামলেন বিক্ষুব্ধ বিএলও-রা। সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে বিরাট মিছিল করে বিবাদী বাগে সিইও দফতর অভিযান চালাল বিএলও অধিকার মঞ্চ। মিছিল শেষে পুলিশের বাধা পেয়ে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলেন বিক্ষুব্ধ বিএলও'রা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে উত্তপ্ত হল বিবাদী বাগ চত্বর। শেষে তালা-চাবি হাতে সিইও দফতরের বাইরেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন বিএলওদের একাংশ। রাজ্যে এসআইআর শুরুর পর থেকেই বিএলওদের অভিযোগ, তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে। আগে থেকে কোনও নির্দিষ্ট নিয়মাবলি না দিয়ে এখন প্রতিদিনই ফোনে আসছে কমিশনের নতুন নতুন নির্দেশ। ফর্ম ডিজিটাইজেও অনেক সময় লাগছে। সঙ্গে সার্ভারের সমস্যা তো আছেই। তার মধ্যে কমিশনের কাছে সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানালেও মানা হয়নি। উল্টে কাজ শেষের সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে কমিয়ে ২৫ নভেম্বর করে দেওয়া হয়েছে! মারাত্মক মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিনই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলওরা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিংবা আত্মঘাতী হয়ে প্রাণও গিয়েছে কয়েকজন বিএলও'র। এরপরই অভিযোগের পাহাড় নিয়ে সিইও দফতর অভিযানে নামেন বিএলওদের একাংশ। এদিন বিএলওরা মিছিল করে কমিশনের দফতরে পৌঁছলে স্বাভাবিকভাবেই বাধা দেয় পুলিশ। এক বিএলও সেই বাধা টপকে কমিশনের অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি জানান, যেভাবে নির্বাচন কমিশন এতকিছু দেখার পরও চোখ-কানে তালা দিয়ে আছেন, তাতে তাঁদের দফতরেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত। প্রতিবাদে সেখানেই ধরনায় বসে পড়েন বিএলওরা। তবে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন না তাঁরা। কাজ করবেন না, সেটাও বলছেন না। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই যেভাবে যেভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে, তারই প্রতিবাদে পথে নেমেছেন বিএলওরা। শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের বিএলওদের মৃত্যু নিয়েও সরব তাঁরা। বিক্ষোভের মাঝেই এদিন এক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

■ সোমবার সিইও দফতর অভিযানে বিএলওরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পুলকার, মৃত ৩ পড়ুয়া

■ পুকুর থেকে তোলা হচ্ছে পুলকার। সোমবার উলুবেড়িয়ায়।

প্রতিবেদন : উলুবেড়িয়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেল পুলকার। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তিন পড়ুয়ার। জখম আরও দু'জন। স্থানীয় হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পরই পলাতক পুলকারের চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ওই পুলকারে পাঁচজন পড়ুয়া ছিল। সোমবার দুপুর ৩টেয় জগদীশপুরের একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ৫ জন স্কুল পড়ুয়াকে নিয়ে একটি পুলকার বহিরা দাসপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। গাড়ির ভিতর থেকে আহতদের উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উদ্ধার হওয়া এক পড়ুয়া প্রিয়ম বাগ জানিয়েছে, খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল চালক। পড়ুয়ারা বারণ করার পরেও গতি কামায়নি। এরপরই ছিটকে বাসটি পুকুরে পড়ে যায়। বিকট শব্দে এবং পড়ুয়াদের চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গাড়ির গতি বেশি ছিল বলেই দুর্ঘটনা— জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় এক স্কুল থেকে পাঁচজন পড়ুয়াকে নিয়ে ফিরছিল পুলকারটি। বহিরা গ্রামের কাছে পুলকারটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। পড়ুয়াদের নিয়ে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়ে। ঘটনা নজরে আসতে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশের। স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে ডুবুরি নামানো হয়। ঘটনার পরই চম্পট দেয় চালক। পুলিশ চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে, এদিন সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে আসেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। মৃত পড়ুয়াদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন তিনি। পাশাপাশি, আহত পড়ুয়াদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা। সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই। আমরা আহত ও নিহতদের পরিবারের পাশে সবসময় আছি।

■ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মেয়র মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রয়েছেন সাংসদ মালা রায়।

■ বিধাননগর পুরসভার ২৯ নং ওয়ার্ডের বিজে সমাজ কক্ষে এমএসএমই ক্যাম্প শিল্পের সমাধানে-২০২৫ এর সূচনায় বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

নিয়ম লঙ্ঘন, পর্ষদের কড়া বিজ্ঞপ্তি প্রধান শিক্ষকদের

প্রতিবেদন: এসআইআরের কাজের জন্য পাঠানো হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের। এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন। সময়মতো শেষ করা যাচ্ছে না সিলেবাস। সে কারণে এবার প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কড়া বিজ্ঞপ্তি দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তৃতীয় সেমিস্টার কবে হবে সেই সূচি পর্ষদ আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই নিয়ম না মেনে স্কুলগুলো নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নিচ্ছে। এরপরেই পর্ষদ নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে, পর্ষদের নিয়ম না মেনে পরীক্ষা নেওয়া মানে পর্ষদের আইন অমান্য করা। আর এই আইন অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেবে পর্ষদ। প্রধান শিক্ষকদের উচিত নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে আলোচনা করে কাজ করা।

পর্ষদের পর্যবেক্ষণ, পয়লা ডিসেম্বর থেকে যে পরীক্ষা নেওয়ার কথা তা যদি এগিয়ে আসে তাহলে সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হবে না। নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম পর্যন্ত তেমন কোন ছুটি থাকে না তাই সেই সময় সিলেবাস দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি ক্লাস বন্ধ রেখে পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাহলে সিলেবাস শেষ করা কখনওই সম্ভব হবে না।

যে সমস্ত স্কুলগুলি নিয়ম মানবে না সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হতে পারে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করে প্রধান শিক্ষকদের দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। সর্বোপরি সাসপেন্ড করা হতে পারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষককে।

শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

সংবাদদাতা, নববারাকপুর : শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া এবং ভালভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্য নতুন করে তৈরি হল শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্র। উদ্বোধন করলেন বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। সোমবার দুপুরে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়াগাছা মোড়লপাড়ায় উদ্বোধন হল এই নবনির্মিত সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্রের। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, জয়েন্ট

বিডিও ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুকুমার সিং, সুজাতা মণ্ডল, আদুজা বিবি, গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান সহ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, বিভিন্ন কেন্দ্রের সুপারভাইজার, সহায়ক-সহায়িকারা। সাংসদ সৌগত রায় বলেন, আগে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি ছিল, এখন নতুন ভাবে আইসিডিএস দোতলা বাড়ি হল। এখন ভালভাবে কাজ করতে পারবেন সুপারভাইজার সহায়িকারা। এটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প হলেও মূল লক্ষ্য শিশুদের ভালভাবে রাখা, তাদের যত্ন নেওয়া। সমাজের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হল।

সার্ভার সমস্যায় বিশেষ অ্যাপ

প্রতিবেদন : এসআইআর শুরুর পর এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড করে আপলোড করতে গিয়ে বারবার সার্ভার সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল বিএলওদের। অভিযোগের পাহাড় জমতেই নড়েচড়ে বসল সিইও দফতর। বিএলওদের সার্ভার সমস্যার সমাধানে রাজ্য নির্বাচন দফতর বিশেষ অ্যাপ চালু করল। কোথায়, কোন এলাকায় সার্ভার ভেঙে পড়ছে বা কাজ ব্যাহত হচ্ছে— তা সরাসরি জানাতে পারবেন ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসাররা (ডিইও)। সেই তথ্য পৌঁছে যাবে রাজ্যের স্বীকৃত আটটি টেলিকম সংস্থার কাছে। একই অ্যাপে যুক্ত থাকবেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ অন্য শীর্ষ আধিকারিকরাও। ফলে দ্রুত সমস্যা শনাক্ত করে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে আশাবাদী নির্বাচন কমিশন।

গাঙ্গুলিবাগানে ছুরির কোপ

প্রতিবেদন : সাতসকালে প্রকাশ্যে মৃৎশিল্পীকে ছুরির কোপ! রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আহতকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলিবাগান-রামগড় এলাকায়। আহত যুবকের নাম নিখিল পাল। প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী লক্ষ্মণ পালের ছেলে তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে স্টুডিওর অন্য শিল্পীদের সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা চলছিল মৃৎশিল্পীর। সোমবার সেই স্টুডিওর সামনে আচমকা দুই যুবক ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় তাঁর উপর। আপাতত বাঘাযতীনের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। পাটুলি থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি নিজেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মালদহে শিশু চুরি। ১১ দিনের এক কন্যা শিশুর চুরি যাওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে মালদহ জুড়ে। নিখোঁজ শিশুটির নাম মেহেরিন জান্নাত

আমার বাংলা
25 November, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

জল খেতে গিয়ে এলাকা দখলের লড়াই ২ গন্ডারের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: হলং নদীতে জল খাচ্ছিল একটি গন্ডার। হঠাৎ করে তেড়ে আসে আর একটি। এরপরই শুরু লড়াই। কে জল খাবে এই নদীতে? এলাকা কার? এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলল। মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় ওই ভিডিও। সোমবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের জারি করা এক ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা গেল, নিজেদের এলাকা দখলে রাখতে দুই গন্ডারের মধ্যে চলছে লড়াই। একটি গন্ডার জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বয়ে যাওয়া হলং নদীতে জল পান করছিল। সেই সময় অন্য এলাকার একটি গন্ডার, সেখানে এসে জল পান করতে নদীতে নামতেই, আগের গন্ডারটি গর্জন করে তার দিকে তেড়ে যায়। বেগতিক দেখে, নতুন জায়গায় ঝামেলা না বাড়িয়ে অপর গন্ডারটি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নদীর তীর ত্যাগ করে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এই ধরনের ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটলেও জনসম্মুখে খুব একটা আসে না। কিন্তু এবারের ঘটনাটি টহলদারি বনকর্মীদের নজরে পড়তেই তাঁরা মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধুমাত্র এলাকা দখলের লড়াই নয়, সঙ্গিনীর দখল নিয়েও মারাত্মক লড়াই হয় পুরুষ গন্ডারদের মধ্যে। এর ফলে কোনও কোনও সময় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে জঙ্গলের অন্দরে।

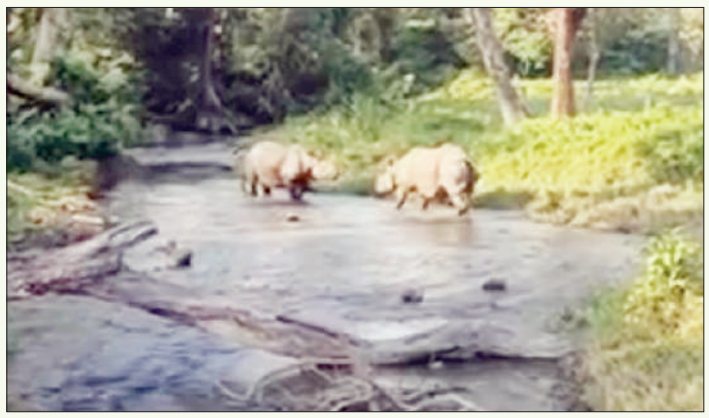

ভাইরাল হয়েছে দুই গন্ডারের লড়াইয়ের ভিডিও।

সাফারি পার্কে টাইগার জোন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বেঙ্গল সাফারি পার্কে তৈরি করা হচ্ছে টাইগার জোন। নতুন উদ্যোগে খুশি পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বেঙ্গল সাফারি পার্কে মাত্র দুটি বাঘ দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রাপথ, দিন বদলে প্রায় এক দশক পর সেই বাঘের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ১৪টি। সফল প্রজনন প্রক্রিয়া ও বাড়তে থাকা বাঘের পরিবারকে আরও ভাল পরিবেশ দিতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। বাঘের বাচ্চা ও তার পরিবারের জন্য বাড়ানো হচ্ছে টাইগার এনক্লোজারের আয়তন। বর্তমানে সাফারি পার্কে ২০ হেক্টর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে এনক্লোজার, তবে এই পরিসর বাঘেদের জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। তাই কেন্দ্রীয় রাজ্য জু অথরিটির অনুমতি নিয়ে আরও ২০ হেক্টর জায়গা জুড়ে নতুন করে টাইগার জু তৈরির কাজ শুরু করেছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে দ্রুত ফেন্সিং তৈরির কাজ, ডিসেম্বরের শেষের দিকেই প্রথম ধাপের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। এনক্লোজারের আকার বাড়লে পর্যটকদের জন্যে ভালভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে টাইগার সাফারি করার সুযোগ মিলবে, পাশাপাশি বাঘেদের আরও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত বাসস্থান মিলবে বলে জানিয়েছেন বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয়। তিনি আরও জানান, বাঘেদের সংখ্যা বাড়ার কারণেই আরও বেশি জায়গার প্রয়োজন হচ্ছে। এর মধ্যে সাফারি পার্কের মূল আকর্ষণ সাদা বাঘ ও তার দুই ছানার এনক্লোজার পরীক্ষা পর্যটকদের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শাবকেরা নতুন পরিবেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সান্দাকফুতে পর্যটকের মৃত্যু

সংবাদদাতা দার্জিলিং: পরিবারের সঙ্গে সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। প্রবল শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হল বৃদ্ধার। মৃতার নাম অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা। শীতের শুরুতেই পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন পাহাড়ে। দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। স্লিপিং বুদ্ধ দেখার টানে পর্যটকরা পাড়ি দিচ্ছেন সান্দাকফুতেও। কিন্তু মরশুমের শুরুতেই মর্মান্তিক খবর। আজ, সোমবার সান্দাকফুতে প্রবল শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারালেন ৭২ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধা পর্যটক। জিটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পর্যটকের নাম অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে চারদিন আগে দার্জিলিংয়ে পৌঁছে লেপচা জগতে গিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা তুমলিংয়ে যান। লক্ষ্য ছিল সান্দাকফু যাওয়া। আজ, সোমবার সকালে তাঁরা গাড়ি করে সান্দাকফু পৌঁছেছিলেন। তারপরই প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ওই বৃদ্ধার। তাঁকে দ্রুত সুখিয়াপোখরি হাসপাতালে নামিয়ে আনা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা অনিন্দিতা দেবীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নদী ভাঙনরোধের কাজ শুরু

উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তা বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রাজ্য সরকারের ৪ কোটি টাকা বরাদ্দে ইটাহারে মহানন্দা নদীভাঙন রোধের কাজ শুরু করলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। শুরু হল ইটাহার থানার গুলন্দর ২ অঞ্চলের বারোডাঙ্গি হাটখোলা থেকে বারোডাঙ্গি কবরস্থান পর্যন্ত এক কিলোমিটার মহানন্দা নদীভাঙন রোধের কাজ। রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীর পাড় বোল্ডার বাঁধানোর কাজের সুচনা হয়। বারোডাঙ্গি বাজার এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে তার সূচনা করেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

বিজেপির কুকাজ

এসআইআর নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ। এবার বিজেপির কুকাজের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ উঠে এল। ঘটনা জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের। অভিযোগ, ফর্ম জমা দেওয়ার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন কেটে দিচ্ছেন বিএলওর স্বামী বিজেপির বিএলএ! আর সেই কারণেই শুরু হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই লাইন কোনওভাবেই কাটা উচিত নয়। ভবিষ্যতে ভোটাধিকার সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইয়ে সমস্যা হতে পারে বলেই আশঙ্কা তাঁদের। এ বিষয়ে বিডিও অফিসে লিখিত নালিশ জমা দিয়েছেন বাসিন্দারা। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বিকি রায় অভিযোগ তোলেন, বিএলও নিজের স্বামীর সাহায্যে ফর্ম নিচ্ছেন এবং তিনিই রিসিভ সই করছেন। ফলে স্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠছে।

চাপে অসুস্থ বিএলও, হাসপাতালে দেখতে মন্ত্রী ও জেলা সভাপতি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : এসআইআরের কাজের অত্যধিক চাপ। সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলওরা। আসছে মৃত্যুর খবরও। ঘটছে আত্মহত্যার মতো ঘটনাও। সম্প্রতি এসআইআরের চাপ সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন চোপড়া ব্লকের চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের জাগিরবস্তি এলাকার ১৮৮ নং বুথের বিএলও মুস্তাফা কামাল। এতটাই কাজের চাপ যে, চিকিৎসক বারণ করার পরেও মুস্তাফা হাসপাতালের শয্যায় বসেও কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই ছবিও ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অসুস্থ বিএলওর পরিবারও চিন্তায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছে দল ও প্রশাসন। সোমবার অসুস্থ মুস্তাফাকে হাসপাতালে দেখতে যান মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ইসলামপুর হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ বিএলওর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন তাঁরা। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। বিএলও মুস্তফা কামালের পাশে থাকার কথা দেন।

খোঁজ নিচ্ছেন গোলাম রব্বানি, কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হতেই তিন ওয়ার্ডে উন্নয়ন কাজ

রাস্তা পরিদর্শন ও সূচনায় পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকায় দ্রুত রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশমতোই পুরসভার চেয়ারম্যান, জেলার আধিকারিকরা কাজ করছেন। সম্প্রতি বালুরঘাটের চকভৃগুর ১৩, ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ড পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর থেকেই এলাকার উন্নয়নে একের পর এক কাজ। সোমবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আঁখিরাপাড়া এলাকায় কংক্রিটের রাস্তা ও নিকাশি নালা তৈরির কাজ শুরু হয়। কাজের সূচনা করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। ছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুশ্রী মহন্ত। চেয়ারম্যান জানান, চকভৃগু এলাকার তিনটি ওয়ার্ড-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজের জন্য প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এদিন প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আঁখিরাপাড়া এলাকায় রাস্তা ও নিকাশি নালার কাজ শুরু হয়। রাস্তা ও নিকাশি নালার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

আমার বাংলা
25 November, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

'সার' আতঙ্কে বলি ২

তালিকায় নাম নেই মৃত্যু পিংলার যুবকের

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : এসআইআর-আতঙ্কে ফের মৃত্যু। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫। এবার ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা। মৃতের নাম বাবলু হেমব্রম (৪৫)। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবলু এবং তাঁর বাবা-মায়ের কারও নাম নেই। জানার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন তিনি। তার জেরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই মৃত্যু হয় বাবলুর। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। বিধায়ক জানিয়েছেন, বাবলু হেমব্রম এবং তাঁর পরিবার এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় বিজেপিকেও একহাত নেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর কথায়, যেভাবে এসআইআর নিয়ে বিজেপি বিষাক্ত প্রচার করছে তাতে মানুষ আতঙ্কে। এই ঘটনা তারই প্রতিফলন বলেও দাবি অজিত মাইতির। জানা গিয়েছে, বছর ৪৫-এর বাবলু হেমব্রম পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লকের কালিয়ারা (৫/১) গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫ নম্বর বুথের দক্ষিণ ঢেকিয়ার বাসিন্দা। গত বছরই মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীয়ের। চার সন্তান এবং বৃদ্ধ মাকে নিয়েই থাকতেন বাবলু। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পরিবারের কারও নাম নেই। যা নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলেন। বারবার বলতেন, আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে না তো! সেই আতঙ্কেই রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বাবলুর। আজ, সোমবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে, এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যু এক প্রৌঢ়ের। জানা গিয়েছে, তাঁর নাম কমল নন্দী (৫৩)। তিনি থাকতেন বেলডাঙার মহুলায়। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই একের পর মৃত্যুর খবর আসছে। ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে মৃত্যুর খবর এসেছে সাধারণ মানুষের। শুধু তাই নয়, এসআইআরের অধিক কাজের চাপে একের পর এক বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন। মানসিক চাপেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের। শুধু রাজ্যেই নয়, বিজেপির রাজ্যেও এসআইআরের কাজের চাপে একের পর এক বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশন এত মৃত্যুর দায় নেবে তো?

■ বাবলু হেমব্রম

হাতির ভয়ে স্কুলে পাঁচিলের দাবি

প্রতিবেদন : যেখানে স্কুল, সেখানেই হাতির আনাগোনা। ফলে আতঙ্কে থাকেন অভিভাবকরা। ঝাড়গ্রামের জামবনির দুবড়া পঞ্চায়েত এলাকার একমাত্র প্রাইমারি স্কুলটি কয়মায়। পাকা স্কুলঘর। জল, শৌচাগার সবই রয়েছে। কিন্তু স্কুলে কোনও পাঁচিল নেই। দিনে-দুপুরে যে কোনও সময়ে জঙ্গল থেকে হাতি, শিয়াল, বুনো শুয়োর ঢুকে পড়তে পারে। ভয়ে তাই ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না অভিভাবকরা। তাঁরা পাঁচিলের দাবি জানিয়েছেন।

এসআইআর আবহে তৃণমূলে যোগ শতাধিক বিজেপি কর্মীর

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন যখন বাংলার মানুষের উপরে অমানুষিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, সেই চাপে বিএলওরা আত্মহত্যা করছেন, সাধারণ মানুষ শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। এসব করে বিজেপি নেতারা ভাবছেন বাংলার ভোটে তাদের ভাল ফল হবে। ভাল ফল তো দূরে থাক, এই কারণে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান বাড়ছে। সেই দৃশ্যই দেখা গেল নদিয়ায়। বিজেপির উপর তিতিবিরক্ত হয়ে এসআইআর আবহে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৫০ জন কর্মী-সমর্থক। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা নবদ্বীপ পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহা। দলীয় সূত্রে জানা যায়, নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ ও ২০২ নম্বর বুথের প্রায় ৫০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী-সমর্থক পুরপিতার দলীয় কার্যালয় এসে তৃণমূলে যোগদান করেন। দলত্যাগী বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা জানান, বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির প্রতিবাদে তাঁরা দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শরিক হতে ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিমানকৃষ্ণ জানান, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নে ব্যস্ত, সেখানে বিজেপি ভারতের সাধারণ মানুষকে কখনও নোটবন্দি, কখনও এসআইআর-এর মতো কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে। অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে, সাধারণ মানুষের জীবন কার্যত অতিষ্ঠ করে তুলেছে বিজেপি। তাই মানুষ বিজেপি থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন বিমানকৃষ্ণ সাহা।

মন্দারমণিতে উদ্ধার হল সেই আইটি কর্মীর দেহ

সংবাদদাতা, মন্দারমণি : অবশেষে উদ্ধার হল নিখোঁজ আইটি কর্মীর মৃতদেহ। সোমবার সকালে মন্দারমণি সমুদ্র থেকে স্বরাজ বসু নামের ওই ২৪ বছরের যুবকের দেহ উদ্ধার করেন নুলিয়ারা। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই যুবক কলকাতার সেক্টর ফাইভের একটি বেসরকারি সংস্থার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় হলেও থাকতেন কলকাতার নিউ টাউনের সাপুরজি এলাকায়। গত শনিবার তিন বন্ধু এবং এক বান্ধবীকে নিয়ে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে মন্দারমণি বেড়াতে আসেন। বিকেলে মন্দারমণি পৌঁছে তাঁরা রাস্তার পাশেই গাড়ি রেখে সমুদ্রে নেমে যান। সেখানেই ওই যুবক সমুদ্রে তলিয়ে যান। বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় মন্দারমণি থানায় খবর দেন। পুলিশের তরফে খোঁজাখুঁজি করে সোমবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, ওই যুবক ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কয়েক বছর আগে ওই সংস্থায় চাকরিতে যোগ দেন। বাবা বর্ধমান থানার এসআই, মা একজন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী। মন্দারমণি থানার ওসি অর্কদীপ হালদার বলেন, কীভাবে এই মৃত্যু, তার তদন্ত চলছে।

মানবিক বিএলও ছবি তুলে ফর্ম পূরণ করালেন দম্পতির

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা থেকে জমা দেওয়া, সব মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত সকলেই। বিএলওরাও ব্যস্ত ভোটারদের কাছে ফর্ম পৌঁছে দেওয়া ও তা সংগ্রহ করার কাজে। প্রবল কাজের চাপে নাজেহাল বিএলওরা কোথাও আন্দোলন করছেন, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তবে বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের পাহাড়পুর পূর্ব বুথে দেখা গেল এক দরদি বিএলওকে। পাহাড়পুরের এক বৃদ্ধ দম্পতি দু'জনেই অসুস্থ। বাড়িতে তাঁদের আর কেউ নেই। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত এই দম্পতি চরম সমস্যায়। ফর্ম পূরণের জন্য প্রয়োজন পাসপোর্ট সাইজের ছবি। স্টুডিও থেকে সেই ছবি করে আনবেন, সেই সামর্থ্যটুকু তাঁদের নেই। বিষয়টি জানতে পারেন বিএলও মির বদরুদ্দোজা। এরপরেই তিনি ওই অসুস্থ দম্পতি বাড়িতে গিয়ে নিজের মোবাইলে তাঁদের ছবি তুলে স্টুডিওতে গিয়ে নিজের টাকায় ছবি করিয়ে এনে ফর্ম পূরণ করে জমা নেন। বিএলওর-র এই অভিনব উদ্যোগে খুশি বৃদ্ধ দম্পতি।

■ ছবি তুলছেন বিএলও মির বদরুদ্দোজা।

প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার

প্রতিবেদন : চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। যে থানায় তিনি কাজ করতেন, সেই জামবনি থানার পুলিশই শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত সিভিকের নাম দিব্যেন্দু পাল। তাঁকে রবিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজির করা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। গত মার্চে ডেবরা এলাকার অমিত কলা জামবনির মুড়াকাটি গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে সুপারভাইজার পদে নিযুক্ত হন। ওই গ্রামেই বাড়ি দিব্যেন্দুর। দু'জনের আলাপের সূত্রে অমিতের স্ত্রীকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাইয়ে দেওয়া প্রলোভন দেখান দিব্যেন্দু। ফাঁদে পা দিয়ে লক্ষাধিক টাকাও দেন অমিত।

বউভাতের দিনও বিএলও পাত্র এসআইআর-এ ব্যস্ত

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : বিয়ে করতে গিয়েও যেন শান্তি নেই। সময়মতো এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে না পারার জন্য কখন নির্বাচন কমিশনের খাঁড়া নেমে আসে এই ভয়ে বিয়ের দিনও এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে তা ডিজিটাইজ করার কাজ করলেন এক বিএলও। বউভাতের অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন পাশে সরিয়ে রেখে ফর্ম ডিজিটাইজ করলেন মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর আনন্দনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক মোস্তাক আহমেদ। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোট-প্যান্ট পরে ফর্ম পূরণ এবং ডিজিটাইজ করার ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই হইচই পড়ে গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার ভাতশালা গ্রামের বাসিন্দা মোস্তাক প্রতিদিন বাড়ি থেকেই প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে স্কুলে পড়াতে যান। রবিবার ছিল তাঁর বিয়ের বউভাত অনুষ্ঠান। জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ দিনেও নির্বাচন কমিশনের কাজ থেকে এক মুহূর্তও ছুটি নেননি মোস্তাক।

মোস্তাক জানান, আমি যে এলাকায় শিক্ষকতা করি, সেখানকার যে বুথের বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া আমাকে হয়েছে, সেখানে ৭৭৪ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের সকলকে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা, সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্য ডিজিটাইজ করার দায়িত্ব আমার উপর। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। আমার বিয়ে এসআইআর ঘোষণার বহু আগেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। তাই পিছোনো সম্ভব ছিল না। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে বউভাতের দিনও কাজ নিয়ে বসতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪৫ শতাংশ নথি ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

■ বউভাতের দিন ব্যস্ত মোস্তাক আহমেদ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিশু ফিরল মায়ের কোলে। আইনি জটিলতায় মা কাছে পাননি তাঁর শিশুসন্তানকে। অভিযোগ ওঠে শিশুবিক্রিরও। পরে জানা যায় টিকাকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেদিনীপুরের আড়গোয়াল গ্রামের ঘটনা

আমার বাংলা

25 November, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

শাহ ও জ্ঞানেশের নামে খুনের মামলা করা উচিত

■ জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। ডানদিকে, মঞ্চে দেবাংশু ভট্টাচার্য, উত্তম বারিক, পীযূষ পণ্ডা প্রমুখ।

খেজুরিতে জনসভায় দাবি দেবাংশুর

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরিতে হার্মাদ-মুক্ত দিবস থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে হুঙ্কার তুললেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য সহ অন্যরা, সোমবার। এদিন খেজুরি কামারদা বাজার থেকে বাঁশগড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পা মেলান রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সভাধিপতি তথা পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক, জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষ পণ্ডা, কাঁথি সংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি জলালউদ্দিন খাঁ-সহ অন্যরা। এরপর খেজুরি বাঁশগড়া বাজারে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন দেবাংশু। তিনি বলেন, এসআইআরে যতজন মারা গিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনের নামে খুনের অভিযোগ করা উচিত। গদ্দার অধিকারীকে কটাক্ষ করে দেবাংশু বলেন, শিশিরবাবু আধার লিঙ্ক না করে, গদ্দার ছেলের তারটা জুড়ুন। বিধায়ক উত্তম বলেন, ২০১০ সালে ২৪ নভেম্বর হার্মাদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ২০২৬ সালের মতোই বিজেপিকে তাড়াব। এদিন সভা শেষে আবেদ আলি খান সহ একাধিক পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য। বলেন, ওঁদের যোগদানে দল আরও শক্তিশালী হল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জোর করে কাজ চাপিয়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশন ঠিক কাজ করেনি: সিদ্দিকুল্লা

সংবাদদাতা, মেমারি : এসআইআরের প্রথম পর্যায়ের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। বিএলওরা অতিরিক্ত চাপের কথা জানিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁর বিধানসভা এলাকাতেই একজন বিএলও চাপ সহ্য করতে না পেরে 'ব্রেন স্ট্রোকে' মারা গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মন্তেশ্বরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি মেমারির সাতগাছিয়ায় সোমবার বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এটা ঠিক কাজ করেনি। বিএলওদের দাবি, পোর্টালে তথ্য আপলোড করতে গিয়ে নতুন ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পোর্টালে ভোটারের তথ্য 'আপলোড' করতে গিয়ে দেখছেন, শেষ এসআইআর-এর তথ্যের সঙ্গে ইলেকটোরাল রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের তথ্য মিলছে না। তাঁর জায়গায় অন্য ব্যক্তির নাম ও ভোটার কার্ডের তথ্য আছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম পোর্টালে তুলতে অসুবিধা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, বর্ধমান ১ ও ২, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, মন্তেশ্বর, আউশগ্রাম, গলসি ১ ও ২ ব্লক থেকে। অনেক ক্ষেত্রে মোবাইলে এমন বার্তা আসছে যে, ওই ভোটার কার্ড নম্বরে আরেক জনের নাম, অন্য কোনও জায়গা থেকে পোর্টালে উঠে গিয়েছে। নতুন এই সমস্যা সামনে আসায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন বিএলও-রা। কী করণীয়, বুঝতে না পারায় থমকে থাকছে আপলোডের কাজ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় না ওঠার আশঙ্কাও করছেন তাঁরা। সোমবার থেকে পোর্টালে সংক্রান্ত সমস্যা কিছুটা কমলেও সময় যত এগোচ্ছে, ততই অনলাইন ডেটাবেসের সঙ্গে হার্ড কপির তথ্য না মেলার বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করেছে।

ভগবানপুরে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের দেহ

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : এসআইআরের জন্য দিল্লি থেকে ফিরে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে। সোমবার সকালে গোপীনাথপুর বাজারের কেতকী খালে ওই নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। এরপরে পুলিশের তরফ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম শেখ আনোয়ার (২৯)। বাড়ি কোটবার্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌখালি এলাকায়। গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ওই যুবক পেশায় একজন দর্জি। পরিবারের দাবি, দিল্লিতে কাজ করতেন তিনি। এসআইআরের জন্য গত এক সপ্তাহ আগে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। এরপর বৃহস্পতিবার আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তখন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলেও খোঁজ মেলেনি। এরপর সোমবার সকালে গোপীনাথপুর বাজার সংলগ্ন কেতকী খালে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা হয়নি বলে জানিয়েছেন ভগবানপুর থানার ওসি।

দুর্গাপুরেও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

■ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে চলেছে রোগী দেখার কাজ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ২১০টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র। সোমবার দুপুর দুটোয় দুর্গাপুরেও এই পরিষেবার সূচনা হল। এই অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে রয়েছে একজন চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান ও নার্স। এদিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দুটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়। দুর্গাপুরের তামলা আদিবাসীপাড়া থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। গরিব এবং দিনমজুর মানুষের শারীরিক সমস্যা হলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। গাড়িভাড়া করে, কখনও অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে দূরে হাসপাতালে যেতে হত। তাই এই ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা শুরু হওয়ায় খুশি মানুষজন।

যৌনকর্মীদের ক্যানসার ও যৌনরোগ নির্ণয়

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের নিষিদ্ধপল্লি এলাকা লচিপুর গেট এলাকায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ও দুর্বার মহিলার সমিতির সহযোগিতায় সোমবার যৌনকর্মীদের ক্যানসার ও ক্যানসার সংক্রান্ত স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুর্বার মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিনের এই স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে প্রায় ৫০ জন মহিলা তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। যেখানে এক বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা হয়েছে, যৌনপল্লি এলাকার মহিলাদের যৌন সংক্রামক কোনও ব্যাধি আছে কি না। সেই অনুযায়ী তাঁদের চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

■ রোগিণীদের সঙ্গে চিকিৎসাকর্মীরা।

মেদিনীপুরে নার্সিংহোমে আগুন

প্রতিবেদন : সাতসকালেই মেদিনীপুর শহরের এক নার্সিংহোমে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। আগুন দেখেই স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের কর্মীরাও। তাঁরাই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে দমকলের একটি ইঞ্জিনও এসে পৌঁছয়। কীভাবে আগুন লাগল খতিয়ে দেখছে দমকল। সোমবার বেলা ১০টা নাগাদ মেদিনীপুর শহরের কেরানিটোলায় এক নার্সিংহোমের চারতলার ছাদে আগুন লাগে। ছাদে নানা জিনিসপত্র রাখা ছিল। কালো ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নার্সিংহোমের পাম্প চালিয়ে এবং বালতি করে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।

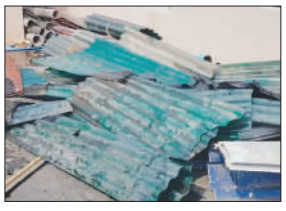

১০
২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

25 November, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেল পুলিশের বৃক্ষ সংহার
চিপকো-য় রুখলেন গ্রামবাসীরা

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলছে রেল পুলিশ। ফাঁকা হয়েছে যাচ্ছে নদীর ধারে থাকা সবুজ বন। ছুটে এলেন গ্রামবাসীরা। রেল পুলিশের নিয়োগ করা কাঠুরেদের হাত থেকে কুড়ুল কেড়ে নিলেন তাঁরা। একের পর এক গাছ জড়িয়ে ধরলেন। সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন, গাছ আমরা কাটতে দেব না। এ যেন ১৯৭০-এর দশকের চিপকো আন্দোলনের প্রতিফলন। ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি। এই মহকুমার জলঢাকা নদীর বাঁধের উপরে থাকা গাছ কাটার অভিযোগ রেল পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোগলাপাতা গ্রামে। মানুষ কাটা গাছের উপর বসে এবং জীবিত গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে গাছ কাটতে বাধা দেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেল পুলিশ কাঠ ব্যবসায়ীকে সঙ্গে নিয়ে এসে গাছ কাটার চেষ্টা করছিল। ঘটে যাওয়া গত ৫ তারিখের জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। হোগলাপাতা, কুর্শামারি, অধিকারী পাড়া ও বগরিবাড়ি এলাকা বন্যার জলে তলিয়ে যায়। বন্যার জলে ভেসে আসে বড় বড় গাছ। ইতিমধ্যেই রেল পুলিশ সেই গাছ কেটে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা ছিল, বাঁধের উপরে থাকা জীবিত গাছও কাটা হতে পারে, যা আরও ক্ষতি সৃষ্টি করবে। ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা কাটা গাছের উপর বসে এবং জীবিত গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ শুরু করেন। তাঁরা রেল পুলিশকে জানান, এই গাছ কাটার জন্য সরকারি অনুমোদন দেখাতে হবে। অভিযোগ, রেল পুলিশ অনুমতি দেখাতে ব্যর্থ হয় এবং হুমকির সুরে কথা বলে।

গ্রামবাসীদের প্রতিবাদে পিছু হঠতে বাধ্য হল কাঠুরেরা।

এলাকাবাসীর দাবি, ইতিমধ্যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাঁদের গ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই গাছ কাটা হলে বাঁধের ক্ষতি হবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরও তীব্র হবে। গ্রামবাসীর প্রতিবাদের বন্ধ হয় গাছকাটা। ফের এলে দেখে নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা।

রেলের উচ্ছেদ নোটিশের প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: না জানিয়ে হঠাৎ করে রেলের উচ্ছেদ নোটিশ। প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূলের নমঃশূদ্র সেল। সোমবার শিলিগুড়ির রেলগেট থেকে জাবরা ভিটা হনুমান মন্দির পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রামনগর মজদুর কলোনি এলাকায় রেলের তরফে দেওয়া উচ্ছেদ নোটিশের প্রতিবাদে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি এডিআরএম কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেল। সকাল থেকেই রামনগর কলোনি এলাকা উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদী জনসমুদ্রে। রামনগর কলোনি থেকে শুরু হওয়া এই বিরাট প্রতিবাদ মিছিলটি এনজেপি থানার সামনে দিয়ে এডিআরএম অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়। উপস্থিত ছিলেন উদ্বাস্তু এলাকাগুলির অসংখ্য বাসিন্দা।

আগুনে ভস্মীভূত, দুর্গতদের পাশে পুলিশ

সংবাদদাতা, মালদহ: আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে সবকিছু। অসহায় হয়ে পড়েছেন দিনমজুর পরিবারগুলি। মালদহের ওই অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াল মানবিক পুলিশ। সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। খাদ্য, পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে কিছুটা স্বস্তি ফেরে পরিবারটির মুখে। পাশাপাশি গবাদি পশুর ক্ষতির বিষয়ে দ্রুত সরকারি সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রাণিসম্পদ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগের আশ্বাসও দেন তিনি। এই মানবিক উদ্যোগে স্বস্তি প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা। দুর্যোগের কঠিন মুহূর্তে পুলিশ পাশে দাঁড়ানো প্রমাণ করল মানবিকতাই বড় শক্তি।

দুর্গতদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেন চাঁচলের আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুণ্ডু।

প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর)

আসেন তারকারা। আসেন বীরুর 'দোস্ত' অমিতাভ বচ্চনও। শেষকৃত্য হয় বিকেলে। শেষকৃত্য নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ধর্মেন্দ্রর দুই স্ত্রী। সন্তানদের কারা শেষকৃত্যের সুযোগ পান, সে নিয়ে জল্পনা ছিল। পরে জানা যায়, বড়পুত্র সানি মুখাগ্নির কাজ করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্মেন্দ্রজির পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ভক্তমহলের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। হেমা মালিনীজি ও পুত্রকন্যারা তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, তিনিই ভারতীয় সিনেমার আসল আইকন। ক্যারিশ্মা এবং সাফল্যে তিনি যে ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন তা ভারতীয় সিনেমায় চিরস্মরণীয়। তাঁর পরিবার এবং গুণমুগ্ধদের জন্য রইল সমবেদনা।

১৯৩৫-এ পাকিস্তানে পাঞ্জাবে জন্ম অভিনেতার। মুম্বই এসে ভাগ্যান্বেষণে জড়িয়ে পড়েন চলচ্চিত্র শিল্পে। ১৯৬০ সালে 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' দিয়ে আত্মপ্রকাশ। ১৯৬৩ সালে বিমল রায়ের ছবি 'বন্দিনী' তাঁকে চিনিয়ে দেয়। রমেশ সিপ্পির 'শোলে' ছবিতে বীরুর চরিত্রে অভিনয় করেন। যে ছবি ধর্মেন্দ্রকে সুপারস্টার তথা 'হি-ম্যান'এ পরিণত করে।

দলেরও প্রয়োজন নেই

(প্রথম পাতার পর)

তোলার কাজ নিয়ে পরিষ্কার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। বহু জায়গায় বিএলএ-২ এর কাজ নিয়ে সতর্ক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু : অভিষেক বলেন, অনেকেই মনে করছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে কমিশন যখন নির্বাচন ঘোষণা করবে এ-রাজ্যে, তারপর থেকে আপনারা মাঠে নামবেন! সেটা ভুলে যান। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, তিন মাসের নয়, নির্বাচন এখন ৬ মাসের। কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে এখন থেকেই আপনাদের সেভাবে মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। কোনওরকম শিথিলতা যেন না আসে।

১০০% ফর্ম ফিলআপ : এর আগের ভার্চুয়াল বৈঠকেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সতীর্থদের বলেছিলেন, যাই ঘটুক না কেন, একশো শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। সোমবার ফের একই কথা বললেন। কারণ রাজ্যের বেশ কিছু বিধানভায় এই ফর্ম ফিলআপের হার একেবারেই ভাল নয়। জেলার তালিকা ধরে বলে দেন। কোথায় কত হার। এই ঘাটতি পূরণ করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, দিদির দূত অ্যাপেও তথ্য তোলার ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কমিশনকে তোপ : বাংলায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতি। বিপদের সময় আমরা আমাদের সর্বস্ব নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াব। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কমিশন কোনওরকম আলোচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে যে এসআইআর ঘোষণা করেছে, এক মাস কাটতে না কাটতেই প্রায় ৪৫টির বেশি ঘটনা ঘটে গেছে। অনেকে মারা গিয়েছেন। আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, চিকিৎসা চলছে। আমরা প্রায় ৩৫ জন রাজ্যবাসীকে একমাসের কম সময়ে হারিয়েছি, কমিশনের দম্ভ-ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের কারণে। মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটা নির্লজ্জ প্রয়াস এটা।

ভোট রক্ষা শিবির : আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই শিবির। যে উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল, চার-পাঁচ দিন পরে কোথাও একটা শৈথিল্য তৈরি হয়েছে। ৪-৫ দিন যে উন্মাদনা ও তৎপরতা ছিল তার কোথাও একটা ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। যে তৎপরতা নিয়ে বুথের কর্মীরা, অঞ্চলের কর্মীরা কাজ করেন, তৃণমূলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব, এই একই উৎসাহ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আগামী ১৫০ দিনের তৃণমূলের কোনও কর্মীর যেন উৎসাহে এতটুকু ভাটা না পড়ে।

মাইকিং করুন : প্রত্যেকটি বুথে আগামী ৪/৫ দিন মাইকিং করুন। যদি কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায় তবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের ভোট রক্ষা শিবির থাকবে, আমরা তাঁদের পাশে থাকব।

বিধায়কদের কাজ : অভিষেক বলেন, সব বিধায়ককে বলব, একটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩০০টা করে বুথ আছে। আগামী ১০ দিনে প্রতিদিন ১৫টা করে বিএলএ ২কে ফোন করে উৎসাহ দেবেন। জেলাতে আপনাদের কাছে তথ্য থাকবে। বিএলএ ২ যতটা সক্রিয় থাকার কথা ততটা সক্রিয় নেই। তাঁদের বাড়ি গিয়ে কথা বলে সক্রিয় করতে হবে। ভিডিও কল করে উৎসাহ দেবেন। তাঁরা যখন ফিল্ডে যাবেন তাঁরা ঠিকমতো খাবার পেয়েছেন কি না খোঁজ নেবেন। কোনও সমস্যা আছে কি না খোঁজ নেবেন। সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া এগুলো জানার চেষ্টা করবেন।

এমপিদের কাজ : এমপিদের (রাজ্যসভা) ১৩ জনকে অনুরোধ করে বলেন, যাঁরা পঞ্চায়েত স্তরে ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজারের কাজ করছেন এবং শহর এলাকায় ওয়ার্ডে যাঁরা সুপারভাইজারের কাজ করছেন, সংখ্যাটা প্রায় ৬৩০০। ১৩ জন রাজ্যসভার সাংসদ প্রতিদিন এঁদের ফোন করবেন, আমি তালিকা তৈরি করে দেব। লোকসভার সাংসদদেরও আলাদা দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি।

নেত্রীকে রিপোর্ট : প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর একটা রিপোর্ট দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা পাঠাচ্ছি। কোন বিধায়ক, সাংসদ, জেলা সভাপতি— কে কতটা সহযোগিতা করেছেন, ফিল্ডে থাকছেন সেগুলো আমরা রিপোর্ট দিচ্ছি। তিনি বিষয়টি নজর রাখছেন। ৫ তারিখ আমার কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন, আমি একদিন সময় নিয়ে ৬ তারিখ রিপোর্ট পাঠাব।

বৈঠক শেষ করার আগে অভিষেক বলেন, আমাদের আসল কাজ মূলত ৪ তারিখের পরে। যাঁদের ডকুমেন্টেশনের সমস্যা রয়েছে সেগুলোকে আবেদন করবেন। দলগতভাবে আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াব। তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ স্তরে কর্মীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এই মানুষগুলোর কাছে। যাঁদের ডকুমেন্টেশন জমা দেওয়া হয়নি, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সঙ্গে নিজের ডকুমেন্টেশন জমা দিতে হবে এবং একশো শতাংশ ডকুমেন্টেশন জমা দিতে হবে। ১০০% ফর্ম সাবমিট করতেই হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের চাপ সহ্য করতে না পেরে নয়ডায় বিএলওর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এক স্কুল শিক্ষিকা। মাত্রাতিরিক্ত চাপের কথা জানিয়ে পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছেন, এসআইআরের কাজ এবং শিক্ষকতা একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে

ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ঘরছাড়াদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর

ইম্ফল: আবার অগ্নিগর্ভ মণিপুর। এবার ঘরে ফিরতে চাওয়া আশ্রয় শিবিরের কয়েকশো মানুষের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধল নিরাপত্তা বাহিনীর। সোমবার সকালে ঘরমুখী জনতার পথ আটকায় জওয়ানরা। কিন্তু জনতা নাছোড়বান্দা। প্রথমে শুরু হয় বিক্ষোভ। মুহূর্তের মধ্যেই তা মোড় নেয় খণ্ডযুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠি, পরে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে নিরাপত্তাবাহিনী। কিন্তু তাতেও পিছু হটেনি বিক্ষুব্ধ মানুষের দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে একৌ, দোলাইথাবি, ইয়েংখুমান এলাকার ত্রাণশিবিরগুলো।

লাঠি, কাঁদানে গ্যাস

ঘরছাড়াদের অভিযোগ, অন্তত ৫০ হাজার মানুষকে অযথা আটকে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে। শুরু হয়ে গিয়েছে ঐতিহ্যবাহী সাঙ্গাই উৎসব। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের উৎসবে অংশ নিতে দিচ্ছে না। তাঁদের প্রশ্ন, সরকার যখন দাবি করছে, শান্তি ফিরে এসেছে মণিপুরে। অবস্থা স্বাভাবিক, তা হলে ঘরছাড়াদের ঘরে ফিরতে দিতে আপত্তিটা কোথায়? তা ছাড়া, ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হওয়ার পর থেকেই তাঁদের রোজগারের খাতা প্রায় শূন্য। কৃষকদের খেতের কাজও বন্ধ। এই অবস্থায় সংসার চলবে কী করে? সকলেরই প্রশ্ন, কেন অযথা আমাদের বন্দি রাখা হচ্ছে? লক্ষণীয়, নভেম্বরের শুরুতেই ঘরে ফিরতে চেয়েছিলেন মণিপুরের বাস্তুচ্যুতরা। মেইতেই, কুকি সকলেই আছেন সেই দলে। কুকি এলাকা চূড়াচাঁদপুর, তোরবুংয়ের অজস্র মানুষ বাফার এলাকার ব্যারিকেড ভেঙে নিজ নিজ গ্রামের দিকে মিছিল করে এগোতে শুরু করেন। কিন্তু পথ আটকায় নিরাপত্তা বাহিনী। বেধে যায় সংঘর্ষ। এদিকে ২ বছর পরে ইম্ফলে শুরু হয়েছে সাঙ্গাই উৎসব। বয়কট আর বিক্ষোভের মধ্যেই। কিন্তু বাস্তুচ্যুতদের যৌথমঞ্চ এই নিয়েও প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের প্রশ্ন, সংঘর্ষ শেষ হতে না হতেই কেন এই উৎসবের আয়োজন?

বিয়ের আনন্দে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে উদ্দাম নৃত্য পাত্রের

বিজেপিরাজ্যে মদ্যপ বরের গুলিতে বিয়েবাড়িতেই মৃত্যু ৬ বছরের শিশুর

রাজস্থান

জয়পুর: বিয়েবাড়িতে উন্মত্ততা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা দেখা গেল বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। বিয়ের আনন্দে মদ্যপ বর মেতে উঠল উদ্দাম নৃত্যে, আর নাচতে নাচতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আচমকাই শুরু করল গুলি ছুঁড়তে। সেই গুলিতেই প্রাণ হারাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত তারই এক বন্ধুর শিশুকন্যা। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের খাইরথাল-তিজারা জেলায় জাসাই গ্রামে। রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে করতে অনুষ্ঠান বাড়ির ডিজে ফ্লোরের কাছেই মৃত্যু হয় ৬ বছরের নিষ্পাপ মেয়ে বীরার। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র থেকেই গুলি চালিয়েছিল রাহুল চৌধুরী। স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে রাজস্থানের বিজেপি সরকারের অপদার্থ প্রশাসনের দিকে। প্রশ্ন উঠছে, বিয়ের অনুষ্ঠানে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এল কী করে? কী করছিল পুলিশ?

গত ২১ নভেম্বর বিয়ের আগের দিনের অনুষ্ঠান চলছিল তখন। গ্রামেরই বাড়িতে পাত্র রাহুল চৌধুরী বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠেছিল আনন্দে। মদ্যপ অবস্থায় নাচতে নাচতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে সে। বাড়িতে তখন আমন্ত্রিতদের ভিড়। অনুষ্ঠান বাড়িরই উঠোনে তখন নিজের মনে খেলছিল ৬ বছরের শিশু বীরা। রাহুলের বন্ধু সৎপাল মিনার কন্যা। উন্মত্ত রাহুল হঠাৎ কোমর রিভলভার বের করে শূন্যে গুলি চালাতে শুরু করলে হকচকিয়ে যান আমন্ত্রিতরা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুরে যায় রিভলভারের নলের মুখ। গুলি লাগে ছোট্ট বীরার শরীরে। আর্তনাদ করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সে। সকলে দৌড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ। বিয়েবাড়ির আনন্দ হারিয়ে যায় বিষাদে। বীরার বাবা সৎপাল এবং তাঁর স্ত্রী পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন রাহুলের বিরুদ্ধে। বিয়ের আগের দিনই গ্রেফতার করা হয় বরকে। খুনের অভিযোগে।

রেলের কেরানি থেকে অ্যাকশন হিরো ধর্মেন্দ্র

মুম্বই: সংসার চালাতে রেলের কেরানির চাকরি করতে হয়েছিল তাঁকে। বলিউডে পা রেখেও ব্যাপক আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ধর্মেন্দ্রকে। একবার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে তাঁকে অপমান থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন শশীকাপুর। নতুন জামাকাপড় কিনে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলেন মনোজ কুমার। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে।

অ্যাকশনের দৃশ্যে ঘুসি পাকাতে যতটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন, রোমান্টিক নাচের দৃশ্যে কিন্তু ততটা সাবলীল ছিলেন না ধর্মেন্দ্র। তবে রোমান্সকে নিখুঁতভাবে কেমন করে রঙিন পর্দায় উপস্থাপনা করতে হয়, ৮৭ বছর বয়সেও দেখিয়ে দিয়ে গেলেন সেই পথ। সেই কারণেই বলিউডের বেতাজ বাদশা না হয়েও তিনি বিশেষ মাত্রা দিয়েছিলেন হিন্দি ফিল্মের দুনিয়াকে। শোলের সাড়া জাগানো 'বীরু' জীবন সায়াহ্নে 'রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হুইলচেয়ারে

বন্দি এক বৃদ্ধের ভূমিকায়। যাঁর স্মৃতিশক্তিকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে নিয়েছিল অ্যামনেশিয়া। কিন্তু শেষে তাঁর হারিয়ে যাওয়া 'যামিণী'রূপী শাবানা আজমির কণ্ঠে গানের কলি '—অভি না যাও ছোড় কর/ কে দিল অভি ভরা নহি' শুনে যুগ যুগ ধরে জমিয়ে রাখা প্রেম-হাসি-অশ্রুর অভিব্যক্তিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কমলরূপী ধর্মেন্দ্র, তাতে প্রমাণিত হয়েছিল প্রতিভা কখনও হারিয়ে যায় না। যেতে পারে না। আসলে তাঁর অনন্য অভিনয় প্রতিভাকে তিনি বারবার ভেঙে গড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একদিকে তিনি অ্যাকশন হিরো, অন্যদিকে রোমান্টিক নায়ক। চিরচরিত বোম্বাই ফরমুলাকে মেনে চলতে চাননি তিনি।

বিহারে মাতৃদুগ্ধে ইউরেনিয়াম? গবেষণা রিপোর্টে শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ

পাটনা: চাঞ্চল্যকর তথ্য। যদিও এখনও নিশ্চয়তা মেলেনি এই তথ্যে। বিহারে মাতৃদুগ্ধে ইউরেনিয়াম। মায়ের বুকের দুধ-নির্ভর শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর এর ব্যাপক কুপ্রভাব পড়ার ঝুঁকি বেড়েছে। নয়াদিল্লি এইমস, পাটনার মহাবীর ক্যানসার সেন্টার এবং কয়েকটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। বিহারের ছয় জেলায় মাটির নিচের জলে মিশে থাকা এই পদার্থ প্রবেশ করেছে মানুষের দেহে। এবার তারই খোঁজ মিলেছে মায়ের বুকের দুধে। ইউরেনিয়ামই শিশুর জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। ঝুঁকি থেকে যায় ক্যানসারের মতো রোগেরও। কিডনির সমস্যাও হতে পারে। স্নায়ুরোগ সমস্যা-সহ বুদ্ধিবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

বিহারের ছয় জেলা— সমস্তিপুর, বেগুসরাই, খাগাড়িয়া, ভোজপুর, কাটিহার এবং নালন্দা। আর্সেনিক, সীসা এবং পারদের মতো ধাতু বিহারের এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এখন নতুন করে

ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি মিলছে। এই ছয় জেলায় ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সমীক্ষা হয়েছে। ১৭-৩৫ বছর বয়সি ৪০ জন সন্তানের মাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। নেওয়া হয়েছে তাঁদের মাতৃদুগ্ধ। খাগাড়িয়ায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মাতৃদুগ্ধে ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। নালন্দায় সবচেয়ে কম। সার্বিকভাবে ছয় জেলায় প্রতি লিটার মায়ের বুকের দুধে ০-৫.২৫ মাইক্রোগ্রাম ইউরেনিয়াম মিলেছে। মায়েদের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা নয়। তবে নবজাতকদের পক্ষে বিষয়টি বিপজ্জনক বলেই জানিয়েছেন নয়াদিল্লি এইমসের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের এপিজেনেটিক্সের অধ্যাপক ডাঃ অশোক শর্মা। মাতৃদুগ্ধে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে। তবে যে মাত্রায় ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে তা উদ্বেগজনক হলেও এখনই স্তন্যদান বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে, বিহারের মাটিতে ইউরেনিয়াম মিশে কতটা দূষণ বাড়াচ্ছে, তা সরকারকে দেখতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে ভূগর্ভস্থ জল। গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মহিলাদের স্বাস্থ্যের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে।

পাঁচতারা হোটেলে কো-পাইলটকে ধর্ষণ চার্টার্ড বিমানের পাইলটের

বেঙ্গালুরু: হোটেলে নিজের ঘরে জোর করে নিয়ে গিয়ে কোপাইলটকে ধর্ষণ করল পাইলট। ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর একটি পাঁচতারা হোটেলে, কয়েকদিন আগে। অভিযুক্ত পাইলটের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা কো-পাইলট এফআইআর করলেও এখনও অধরা অভিযুক্ত।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা। একটি চার্টার্ড বিমানের উড়ানের শেষে বেঙ্গালুরুর ওই হোটেলে উঠেছিলেন পাইলট রোহিত শরণ, কো-পাইলট-সহ ৩ বিমানকর্মী। হায়দারাবাদের বেগমপেট থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের পুত্তপারথি হয়ে বিমানটি নেমেছিল বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে। ফিরে যাওয়ার কথা ছিল পরের দিনই। ওইদিন সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরেই পাইলট জোর করে কো-পাইলটকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

হায়দরাবাদে ফেরার পরে থানায় গিয়ে সবকথা জানান নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে জিরো এফআইআর রুজু করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বেঙ্গালুরুর হালাসুরু থানায়। তারই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দেশ বিদেশ

25 November, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্কুলছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করায় অভিযুক্ত এক ভারতীয়কে কানাডা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্ক কার্নের প্রশাসন। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন তিনি কানাডায় প্রবেশ করতে পারবেন না। অভিযুক্ত ৫১ বছর বয়সি জগজিৎ সিং

দেশের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি: ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে সোমবার শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি এবং ভুটান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল, মরিশাস, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ২০১৯ সালের ২৪ মে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁর কার্যকাল ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সূর্য কান্তই হরিয়ানা থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রথম বিচারপতি। ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার হিসারের নারণন্দ অঞ্চলের পেতওয়ার গ্রামে তাঁর জন্ম। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে বিচারপতি কান্ত হরিয়ানার সবচেয়ে কমবয়সি অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। ২০০৪ সালে, ৪২ বছর বয়সে তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ১৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে বেঞ্চে কাজ করার পর, তিনি ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রায়ের শরিক ছিলেন। ২০২৪ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।

অরুণাচলের নাম করতেই চিনে হেনস্থা

সাংহাই: অরুণাচল প্রদেশের নাম করতেই চিনের সাংহাই বিমানবন্দরে হেনস্থা করা হল ব্রিটেনে বসবাসকারী এক ভারতীয় তরুণীকে। বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অরুণাচল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে দাবি পেমা ওয়াংজম থংডক নামের ওই তরুণীর। তাঁর আরও অভিযোগ, সাংহাই বিমানবন্দরে চিনের অভিবাসন দফতরের আধিকারিকরা তাঁকে বলেন, অরুণাচল প্রদেশ চিনেরই অংশ। লন্ডন থেকে সাংহাই হয়ে জাপান যাচ্ছিলেন ওই তরুণী। সাংহাই পৌঁছে অন্য বিমান ধরার সময় তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। অভিবাসন দফতরের আধিকারিকদের কাছে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি কমিশনে

(প্রথম পাতার পর)

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই তুলে ধরেছেন সিইও-র দফতর থেকে জারি হওয়া আরএফপি-এর বিষয়টি। তাঁর দাবি, জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা আর বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের এসআইআর-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত না করেন। অথচ একই সময়ে সিইও-র দফতরই আবার এক বছরের জন্য ১,০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও ৫০ সফটওয়্যার ডেভেলপারের নিয়োগে আরএফপি জারি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, যখন জেলাস্তরে দক্ষ কর্মীরা এতদিন ধরে সফলভাবে এই কাজ করে এসেছেন, তখন অতিরিক্তভাবে বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে পুরো এক বছরের জন্য একই কাজ করানোর প্রয়োজন কী?

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর ফলে দুই ধরনের প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। এক, জেলা অফিসের নিজস্ব নিয়োগ ক্ষমতার ওপর সিইও-র দফতর কেন হস্তক্ষেপ করছে এবং দুই, এই নতুন এজেন্সির নিয়োগের পেছনে কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ বা চাপ রয়েছে কি না। তাঁর বক্তব্য, এই আরএফপি-র সময় ও প্রক্রিয়া সন্দেহ তৈরি করছে এবং কমিশনের নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তিকে আঘাত করছে। চিঠির দ্বিতীয় অংশে মুখ্যমন্ত্রী আরও কঠোর ভাষায় আপত্তি জানিয়েছেন বেসরকারি আবাসন কমপ্লেক্সের মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে। তাঁর দাবি, এতদিন ধরে সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত থাকে। বেসরকারি আবাসনে বুথ হলে তা স্বভাবতই বৈষম্য তৈরি করবে, 'হ্যাভ' ও 'হ্যাভ-নট'-এর মধ্যে বিভাজন বাড়াবে এবং ভোটের ন্যায্যতা নিয়ে সন্দেহের সুযোগ তৈরি করবে।

মুখ্যমন্ত্রী তীব্র ভাষায় প্রশ্ন তুলেছেন, এই সিদ্ধান্ত আদৌ কেন বিবেচনা করা হচ্ছে এবং কোনও রাজনৈতিক দলের চাপের কারণে কি কমিশন এই পথে হাঁটছে? তাঁর মতে, এই প্রস্তাব নির্বাচন প্রক্রিয়ার মৌলিক নীতিকে আঘাত করবে। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা ও সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে নজর দিতে। তিনি বলেছেন, কোনও পরিস্থিতিতেই কমিশনের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করাই আজ সবচেয়ে জরুরি।

হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য তৃতীয় অনুরোধ

নয়াদিল্লি: মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ার কয়েকদিন পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে নতুন করে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে হাসিনা ইস্যুতে বাড়তি তৎপরতা দেখাচ্ছে বাংলাদেশের অনির্বাচিত সরকার। ৭৮ বছর বয়সি হাসিনা, ছাত্রনেতৃত্বাধীন 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান'-এর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৪ সালের অগাস্ট থেকে ভারতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন রবিবার নিশ্চিত করেছেন যে ঢাকা নয়াদিল্লির কাছে একটি নতুন আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ জারি করেছে। রাষ্ট্র-পরিচালিত সংবাদসংস্থা বিএসএস-এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৈঠক শেষে ঢাকায় ফেরার পরপরই

মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে ভোটের আগে অতিসক্রিয় ইউনুস সরকার

বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই সর্বশেষ কূটনৈতিক নোট পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে এটি ইউনুস সরকারের পক্ষ থেকে তৃতীয় আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ অনুরোধ। এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি নোট এবং ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর আরেকটি নোট পাঠানো হয়েছিল। একই মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং ভারতে লুকিয়ে আছেন বলে মনে করা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফিরিয়ে দিতে ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা। উল্লেখ্য, প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, যিনি এই মামলায় রাষ্ট্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন। এদিকে ঢাকার ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পরই ভারতের বিদেশ দফতর জানিয়েছিল, বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষায় যা করণীয় তা করতে দায়বদ্ধ ভারত।

ছক ছিল সিরিয়াল বিস্ফোরণের, দিল্লিকাণ্ডের তদন্তে জইশের 'হোয়াইট-কলার' জঙ্গি মডিউলের তথ্যফাঁস

নয়াদিল্লি: দিল্লি বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে জইশ-সম্পর্কিত 'হোয়াইট-কলার' জঙ্গি মডিউলের একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এই মডিউলটি ভারতের একাধিক শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল। তদন্তকারী সংস্থাগুলির সূত্রে উন্মোচিত হচ্ছে ১০/১১ বিস্ফোরণের নেপথ্যের একাধিক ষড়যন্ত্র। ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, ২০২৩ সালেই এই হামলার ছক কষা হয়েছিল।

লালকেল্লার কাছে আই-২০ গাড়িতে ঘটা বিস্ফোরণে প্রায় ১৫ জন প্রাণ হারান। তদন্তকারীদের মতে, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রটি ছিল একাধিক বিস্ফোরণের, তবে লালকেল্লা সংলগ্ন বিস্ফোরণটি ছিল একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ। আগে থেকে পরিকল্পনা না করে গ্রেফতারির আতঙ্কে তড়িঘড়ি ঘটানো। এই ঘটনায় আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী উমর মহম্মদের সহযোগী ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন যে, তিনি দুই বছর ধরে বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই দুই বছরে তিনি বিস্ফোরক, রিমোট এবং অন্যান্য বোমা তৈরির সামগ্রী সংগ্রহ করছিলেন। সূত্র জানিয়েছে, মুজাম্মিলকে ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বাইরে থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। মুজাম্মিল হরিয়ানার গুরগাঁও এবং নুহ থেকে প্রায় ৩ লাখ টাকা দিয়ে ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সার কিনেছিলেন। অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী নুহ থেকে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ ফরিদাবাদের

দুটি ভিন্ন বাজার থেকে কেনা হয়েছিল। রাসায়নিকগুলিকে স্থিতিশীল পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য ওই ডাক্তার একটি ডিপ ফ্রিজারও কিনেছিলেন। উমর ও তার সহযোগী বিস্ফোরকগুলিতে ব্যবহারের জন্য সার প্রক্রিয়াকরণ এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল। ইউরিয়া গুঁড়ো করে রাসায়নিক প্রস্তুত করার জন্য মুজাম্মিল যে ময়দার কলটি ব্যবহার করেছিলেন, সেটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রের জন্য অর্থায়ন স্বয়ং অভিযুক্তরাই করেছিল বলে জানা গেছে। জঙ্গি মডিউলের সদস্যরা বিস্ফোরক সামগ্রী কেনার জন্য ২৬ লাখ টাকা নগদ সংগ্রহ করেছিল। এই অর্থ উমর-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী নিজেই ২ লাখ টাকা দিয়েছিল। মুজাম্মিল আরও ৫ লাখ টাকা দেন এবং মডিউলের অন্য সদস্য আদিল রাথার ও মুজাফফর রাথার যথাক্রমে ৮ লাখ এবং ৬ লাখ টাকা দিয়েছিল। এছাড়া, লখনউ থেকে শাহিন সাইদ ৫ লাখ টাকা জোগান দেন। সূত্র আরও নিশ্চিত করেছে যে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা নিয়ে উমর এবং মুজাম্মিলের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এরপর উমর মুজাম্মিলকে তার রেড ইকোস্পোর্ট গাড়িটি দেয়, যা পরে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। উমর বিস্ফোরণের সময় নিজেকে উড়িয়ে দিলেও, অন্যান্য অভিযুক্তরা হেফাজতে আছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা সবাই ফরিদাবাদ-ভিত্তিক আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করত, যা বর্তমানে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্তের আওতায় রয়েছে।

তদন্তকারীদের বিশ্বাস, নানা তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি ছিল বহু-স্থান জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর একটি সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র। অভিযুক্তরা বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল। একাধিক বিদেশি যোগসূত্র এবং দেশিয় মডিউল সামনে আসার পর এই ষড়যন্ত্র এখন তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিবিড় নজরদারিতে রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পৃথিবীতে ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে তাপপ্রবাহের সংখ্যা। দিন যত গড়াবে তত দীর্ঘ, উষ্ণ হবে। এমনকী পৃথিবীতে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নেমে গেলেও তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি মিলবে না। এমনটাই দাবি করছেন বিজ্ঞানীদের একাংশ

শিকড়ের সন্ধানে

জানা না-জানা সমস্ত জীবের এক অতি-প্রাচীন আদি পূর্বপুরুষ হল লুকা (LUCA)। এটি একটি আদি কোষ। গবেষণা বলছে যা থেকে নাকি উৎপত্তি হয়েছে সমস্ত জীবজগতের। আজ সেই অতি-প্রাচীন শিকড়ের সন্ধানে **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

লুকা-হাইপোথিসিস

জীবনের গভীরতম শিকড়ের সন্ধান : লুকা (LUCA) হাইপোথিসিসটি লাস্ট ইউনিভার্সাল কমন অ্যানসেস্টর (Last Universal Common Ancestor - LUCA) বা শেষ সর্বজনীন সাধারণ পূর্বপুরুষ-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত সহজ কথায় যা একটি তাত্ত্বিক পূর্বপুরুষ কোষের জনসংখ্যা। মনে করা হয় যে পৃথিবীর সমস্ত বর্তমান জীবন এই কোষ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। লুকা নিজে জীবনের উৎপত্তি নয়, বরং এটি বিবর্তনীয় ইতিহাসের সেই একক, সাম্প্রতিকতম বিন্দু, যেখান থেকে সমস্ত বর্তমান জীব একটি সাধারণ জেনেটিক এবং কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়। জীবনকে এই সাধারণ পূর্বপুরুষের থেকে খুঁজে বের করাই আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের অন্যতম এক চ্যালেঞ্জিং প্রচেষ্টা।

লুকা-র ধারণাটি হল চার্লস ডারউইন-এর সাধারণ বংশগতির তত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণতি। বিভিন্ন প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সের মধ্যেকার সমরূপতা এই একক পূর্বপুরুষের জনসংখ্যার দিকেই নির্দেশ করে। মনে করা হয় LUCA প্রায় ৩.৫ থেকে ৪.৩ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। এই সময়কালটি পৃথিবীর যথেষ্ট ঠান্ডা হওয়ার পরেই ঘটেছিল। এই অনুমানটি ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ এবং প্রাচীনতম মাইক্রোফসিল প্রমাণের ডেটিং-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। গুরুত্বপূর্ণভাবে, LUCA এমন একটি কোষীয় জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ইতিমধ্যেই সংগঠনের একটি পরিশীলিত স্তর অর্জন করেছিল, যা ইঙ্গিত করে যে এর আগে প্রি-লুকা বিবর্তনের (abiogenesis বা জীবনের উৎপত্তি) একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল অবশ্যই ঘটেছে।

লুকা-র বৈশিষ্ট্যগুলি অনুমান করা : জেনেটিক এবং কোষীয় প্রক্রিয়া

লুকা-র বৈশিষ্ট্যগুলি অনুমান করার জন্য বিজ্ঞানীরা ফাইলোজেনেটিক ব্র্যাকেটিং বা পূর্বপুরুষের অবস্থা পুনর্গঠন নামে একটি কৌশল ব্যবহার করেন। জীবনের তিনটি ডোমেন জুড়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা করে, গবেষকেরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিতে পারেন যা সম্ভবত ডোমেনগুলি বিভক্ত হওয়ার পরে উদ্ভূত হয়েছিল।

লুকা-র পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণের মধ্যে একটি হল জেনেটিক কোডের সর্বজনীনতা। লুকা-র অবশ্যই জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণ, প্রতিলিপি এবং প্রকাশের জন্য একটি ব্যবস্থা ছিল :

জেনেটিক উপাদান : যদিও কিছু তত্ত্ব একটি RNA জিনোমকে (যা 'RNA ওয়ার্ল্ড' হাইপোথিসিসের সাথে সম্পর্কিত) নির্দেশ করে, তবে বেশিরভাগের মতে লুকা-র একটি ডিএনএ জিনোম ছিল, কারণ এটির ডাবল-স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ বজায় রাখতে এবং প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (DNA পলিমারেজ, টপোআইসোমারেজ) ছিল এবং এরা প্রোটিন সংশ্লেষেও সক্ষম ছিল।

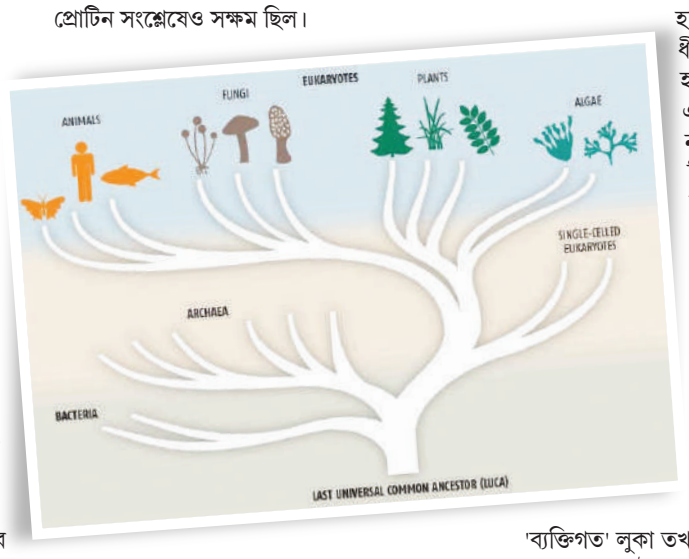

কোষের গঠন

লুকা একটি কোষীয় জীব, যার একটি লিপিড দ্বিস্তরীয় পর্দা ছিল, যা জল-ভিত্তিক সাইটোপ্লাজমকে আবৃত করে রাখত। এই পর্দার কাঠামোটি অভ্যন্তরীণ জৈব রাসায়নিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এবং সোডিয়ামের মতো ক্ষতিকারক বাহ্যিক উপাদানগুলিকে বাদ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা নির্দিষ্ট আয়ন ট্রান্সপোর্টার বা পাম্প ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছিল।

বিপাকীয় অনুমান এবং বাসস্থান

লুকা-র বিপাক প্রক্রিয়া অনুমান করা হল আরও চ্যালেঞ্জিং, জীবন যে আদিম পৃথিবীর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এটি তারই ইঙ্গিত দেয়।

অ্যানারোবিক (অবাত) : আদিম পৃথিবীর হ্রাসকারী, অক্সিজেন-স্বল্প বায়ুমণ্ডলের প্রেক্ষিতে, লুকা প্রায় নিশ্চিতভাবেই অ্যানারোবিক ছিল (অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল না)।

অটোট্রফিক (স্ব-ভোজী) : এটি সম্ভবত রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে (অটোট্রফিক) নিজের খাদ্য তৈরি করত, সম্ভবত এমন একটি পথের মাধ্যমে যা সেই সময়ের প্রচুর ভূতাত্ত্বিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বাসস্থান : লুকা ভূগর্ভের গভীরে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট (উষ্ণ প্রস্রবণ) সেটিংয়ে বাস করত। এবং রাসায়নিকভাবে সমৃদ্ধ। এই পরিবেশটি ছিল উষ্ণ, অক্সিজেন-মুক্ত, ভূ-রাসায়নিকভাবে সক্রিয়, হাইড্রোজেন (H_2) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)-এর মত গ্যাস ও এর পাশাপাশি ছিল আয়রনে সমৃদ্ধ, যা এর বিপাক প্রক্রিয়াকে চালিত করতে পারত। এই পরিবেশ তীব্র UV বিকিরণ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করত।

লুকা-র অস্তিত্বের সময়কাল : লুকা-র সঠিক সময়রেখা যদিও গবেষণাধীন, তবে বেশিরভাগ গবেষণা প্যালিও-আর্কিয়ান যুগে এর অস্তিত্বের উপর কেন্দ্রীভূত।

অনুমানিত পরিসর : কিছু মডেল Late Heavy Bombardment (বিলম্বিত ভারী বোমা বর্ষণ)-এর আগে, অর্থাৎ ৪.৩ বিলিয়ন বছর আগে এর অস্তিত্বের পরামর্শ দিলেও, আরও সাম্প্রতিক জেনেটিক বিশ্লেষণ পৃথিবীর গঠনের কয়েকশ মিলিয়ন বছর পরে ৪.২ বিলিয়ন বছরের কাছাকাছি সময়ে লুকা-র অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

লুকা-র সম্প্রদায়

লুকা একটি অত্যন্ত জটিল কোষীয় কাঠামোকে প্রতিনিধিত্ব করে ; এই জটিলতা রাতারাতি আসেনি। লুকা-র পূর্বে অবশ্যই একটি দীর্ঘ সময়কাল ছিল যাকে অ্যাবায়োজেনেসিস বা জীবনের উৎপত্তি বলা হয়, যেখানে অজৈব বস্তু থেকে ধীরে ধীরে জৈব বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু মডেল লুকা-কে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে নয়, বরং অবাধে জিন বিনিময়কারী জীবের একটি সম্প্রদায় হিসেবে ধারণা করে। এই 'সার্বজনীন জিন বিনিময় পুল' মডেলে, তিনটি ডোমেন একটি একক, নিখুঁত কোষ থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং একটি প্রবহমান, বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যা আধুনিক কোষীয় জীবনের স্থিতিশীল, অ-স্থানান্তরকারী বংশধারায় স্থির হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। 'ব্যক্তিগত' লুকা তখন সেই কোষের শেষ জনসংখ্যাকে উপস্থাপন করবে যা তিনটি আধুনিক ডোমেন তাদের পৃথক বিবর্তনীয় পথ নেওয়ার আগে এই সার্বজনীন বিনিময়ে অংশ নিয়েছিল।

লুকা এইভাবে একটি অত্যাশ্চর্য বিবর্তনীয় সাফল্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সেই চূড়ান্ত, সফল মডেল যা অ্যাবায়োজেনেসিসের প্রাথমিক এবং বিশৃঙ্খল ধাপগুলিকে অতিক্রম করে একটি একক, ঐক্যবদ্ধ জীবন্ত কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, যা থেকে বর্তমান জীবজগতের বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে।

১৪
২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

25 November, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এক বছরে একটিই ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন। তাই পন্থের বদলে অধিনায়ক করা হল রাহুলকে

বাইসাইকেল কিকে গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২৪ নভেম্বর : বয়স যে তাঁর কাছে নিছকই একটি সংখ্যা মাত্র, সেটা আরও একবার প্রমাণ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে আল খালিজের বিরুদ্ধে বাইসাইকেল কিকে অসাধারণ গোল করেছেন চল্লিশ বছর বয়সি পর্তুগিজ মহাতারকা। তাঁর দল আল নাসেরও ৪-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে সৌদি লিগের শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে।

আন্তর্জাতিক বিরতির পর এটাই ছিল ক্লাবের জার্সিতে রোনাল্ডোর প্রথম ম্যাচ। পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে লাল কার্ড দেখে সমালোচিত হয়েছিলেন। যদিও আরও একটা অনবদ্য গোল করে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন রোনাল্ডো। আল খালিজের বিরুদ্ধে ৩৯ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। ৪২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওয়েসলি। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১-২ করে ফেলেছিলেন আল খালিজের মুরাদ। তবে ৭৭ মিনিটে সাদিও মানের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল নাসের।

তবে ম্যাচের সেরা মুহূর্ত এল সংযুক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে। ডান প্রান্ত থেকে আল খালিজের বক্সে বল ভাসিয়েছিলেন নওয়াফ বাওশাল। শূন্যে শরীর ছুঁড়ে বাইসাইকেল কিকে অনবদ্য গোল করেন রোনাল্ডো। তাঁর এই গোল সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালকে। ওই ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এমনই এক বাইসাইকেল কিকে জুভেন্টাসের জাল কাঁপিয়েছিলেন রোনাল্ডো। সাত বছর পরেও রোনাল্ডোর ফিটনেস সেই একই রকম! এদিনের গোলের পর, তাঁর কেরিয়ারের মোট গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৫৪।

এদিকে, রোনাল্ডোর মতো সৌদি লিগে ছন্দে রয়েছে আল নাসেরও। টানা নবম জয়ের পর, ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বরে রয়েছেন রোনাল্ডোরা। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আল হিলাল।

চল্লিশেও অনবদ্য রোনাল্ডো। বাইসাইকেল গোলের সেই মুহূর্ত।

যা করেছি এতদিন, তাতেই আস্থা রাখুন

হেরেও বাজবলের পাশে ম্যাকালাম

পারথ, ২৪ নভেম্বর : দু'দিনের মধ্যে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট হেরে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা। হারের পর অধিনায়ক বেন স্টোকস মুখ খুললেও নীরব ছিলেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। এবার নীরবতা ভাঙলেন বাজবলের প্রবর্তক। তিনি সমর্থকদের তাঁদের আগ্রাসী ক্রিকেটের উপরই ভরসা রাখতে বলেছেন।

ঠিক কী বলেছেন ম্যাকালাম? এটাই যে, আমাদের উপর ভরসা রাখুন। অনেক সময় আমরা হেরে যাই। হয়তো খুব খারাপভাবেই হারি। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে এই মানসিকতাই আবার মাঠে নামার সময় নিজেদের দক্ষতার উপর বিশ্বাস ধরে রাখতে সাহায্য করে।

গত ১৫ বছরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের টেস্ট পারফরম্যান্স ভয়াবহ। তারা ১৬টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে হেরেছে ১৪টি ম্যাচে। ড্র হয়েছে দুটি টেস্টে। এই সিরিজে আরও চারটি টেস্ট বাকি আছে। তার মধ্যে ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ব্রিসবেনের দিন-রাতের টেস্ট। স্টোকসের দলের সামনে তাই আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।

তবে এই আবহে ইংল্যান্ড কোচ ম্যাকালাম বলেছেন, অনেক সময় এমন হয় যে আমরা ঠিকঠাক খেলতে পারি না। কিন্তু এতদিন আমরা যাতে বিশ্বাস রেখেছি তাতেই ভরসা রাখতে হবে। কারণ, এটাই আমাদের জেতার সুযোগ করে দেয়। স্রেফ একটা টেস্টে হেরেছি বলে এতদিন যা বিশ্বাস করেছি তা থেকে সরে আসতে পারি না। আমাদের শান্ত হয়ে একসঙ্গে থাকতে হবে ও সিরিজে ফেরার রাস্তা খুঁজতে হবে। যা আমরা আগে করেছি।

অস্ট্রেলিয়া পারথে অতি সহজে ২০৫ রান তুলে নিয়েছিল দ্বিতীয় দিনে। আর সেটা হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে ভর করে। অথচ ইংল্যান্ড প্রথম দিন এক সময় ১৬৫/৫ ছিল। কিন্তু তারা ১২ রানের মধ্যে বাকি ৫ উইকেট হারিয়েছিল। এরপর অস্ট্রেলিয়াকেও ১৩২ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

২-২ ড্র করেও শীর্ষে রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৪ নভেম্বর : লা লিগায় হোঁচট খেল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপেরা অ্যাওয়ে ম্যাচে এলচের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছেন। তবে পয়েন্ট নষ্ট করলেও, লিগ তালিকার শীর্ষেই রয়েছে রিয়াল। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩২। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে এমবাপেদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে বার্সেলোনা। শুরু থেকেই হতাশাজনক ফুটবল খেলেছে রিয়াল। ৫৩ মিনিটে অ্যালেক্স ফিবাসের গোলে এগিয়ে যায় এলচে। ৭৮ মিনিটে অবশ্য ডিন হুইজসেনের গোলে ১-১ করে দিয়েছিল রিয়াল। যদিও ৮৪ মিনিটে আলভারো রডরিগেজের গোলে ফের এগিয়ে যায় এলচে। তিন মিনিট পরেই অবশ্য ২-২ করে দেন জুড বেলিংহ্যাম। ৯৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন এলচের ভিক্টর। পুরো নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেও চূড়ান্ত হতাশ করেন এমবাপে। মাথা গরম করে হলুদ কার্ডও দেখেন।

ইন্টারকে ফাইনালে তুলল মেসির জাদুকরী ফুটবল

ওহিও, ২৪ নভেম্বর : লিওনেস মেসির অনবদ্য পারফরম্যান্সে প্রথমবার মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনালে ইন্টার মায়ামি। সেমিফাইনালে মায়ামি ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সিনসিনাটিকে। মেসি নিজে একটি গোল করার পাশপাশি, দলের বাকি তিনটে গোলেও অবদান রেখেছেন। এদিনের পর, মেসির কেরিয়ার গোলসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৯৬। সঙ্গে রয়েছে ৪০৪টি অ্যাসিস্ট। অর্থাৎ ১৩০০ গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। এই নজির বিশ্বের আর কোনও ফুটবলারের নেই।

১৯ মিনিটে মেসির গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। ৫৭ মিনিটে মেসির বাড়ানো পাস থেকে ২-০ করেন তরুণ স্ট্রাইকার মাতেও সিলভেত্তি। ৬২ ও ৭৪ মিনিটে জোড়া গোল করেন তাদিও আলেন্দে। এই দু'টি গোলেও অবদান রয়েছে মেসির। পরিসংখ্যান বলছে, ইস্টার্ন কনফারেন্সের প্লে-অফে মায়ামি যে ১২টি গোল করেছে, তার মধ্যে ছ'টি করেছেন একা মেসি। বাকি ছ'টি গোলেও অবদান রেখেছেন। এক কথায় অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স।

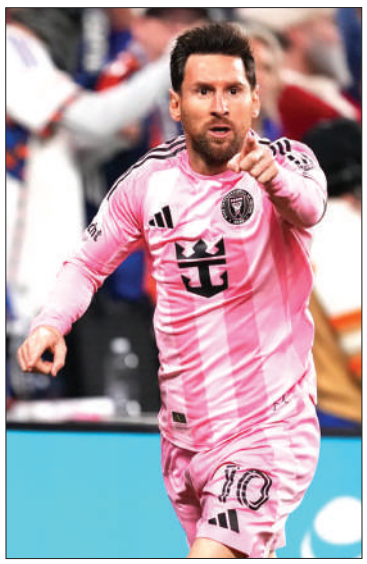

এভাবেই প্রতিপক্ষকে চুপ করালেন মেসি।

ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেন, লিও কী করতে পারে, সেটা আমরা সবাই জানি। ওকে কোচিং করাতে পেরে আমি গর্বিত। ৩৮ বছর বয়সেও প্রতিটি ম্যাচে লিও নিজেকে প্রমাণ করে চলেছে। আজও অসম্ভব পরিশ্রম করেছে।

এদিকে, ইস্টার্ন কনফারেন্সের প্লে-অফ ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ নিউ ইয়র্ক সিটি। ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে নিউ ইয়র্ক। এই ম্যাচ জিতলে, প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকার কাপের ফাইনাল খেলবে মায়ামি। মার্কিন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত মেজর লিগ সকার জিততে পারেননি মেসি। তবে এবার তাঁর সামনে দারুণ সুযোগ দলকে চ্যাম্পিয়ন করার।

শুভমনের জন্য তৈরি হল বিশেষ রুটিন

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : একদিনের দলে তাঁকে রাখা হয়নি। শুভমন গিল কবে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরবেন? বোর্ড সূত্রের খবর, টি-২০ সিরিজে শুভমনকে খেলানোর একটা মরিয়া চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার জন্য বিশেষ রুটিন তৈরি করেছেন চিকিৎসকেরা।

এই রুটিন তৈরি করেছেন মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভয় নেনে এবং বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম। সেই রুটিন মেনে চলছেন শুভমন। এই সপ্তাহ তিনি মুম্বইয়েই থাকবেন। তারপর চণ্ডীগড় হয়ে সরাসরি চলে যাবেন বেঙ্গালুরু সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সেখানেই রিহ্যাব করবেন। এদিকে, ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। শেষ পর্যন্ত যদি শুভমন ওই সিরিজের আগে সুস্থ হতে না পারেন, তাহলে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটবে তাঁর। এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, শুভমনকে ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে। বেশ কিছু টেস্টও হয়েছে ওর। বিশেষ রুটিনও তৈরি করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা। সেটা ওকে মেনে চলতে হচ্ছে। তবে যা পরিস্থিতি, তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ওর খেলার সম্ভাবনা খুবই কম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শিল্ডে সেঞ্চুরি নিখিল চৌধুরির

মাঠে ময়দানে

25 November, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৫ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

কবাডি বিশ্বকাপ জয় মেয়েদের

ঢাকায় কবাডি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতের মেয়েদের উল্লাস। সোমবার।

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর : ক্রিকেটের পর এবার কবাডি! ফের বিশ্বমঞ্চে উড়ল তেরঙ্গা। হরমনপ্রীত কৌরদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার কবাডি বিশ্বকাপও চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের মেয়েরা। রবিবার দৃষ্টিহীনদের টি-২০ বিশ্বকাপও জিতেছিলেন ভারতের মেয়েরা। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের নারীশক্তির জয়জয়কার।

রবিবার বাংলাদেশের মাটিতে আয়োজিত মেয়েদের কবাডি বিশ্বকাপ ফাইনালে চিনা তাইপেকে ৩৫-২৮ পয়েন্টে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার কবাডিতে বিশ্বসেরা হলেন ভারতীয় মেয়েরা। গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত খেলে গ্রুপের সব ক'টি ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকেই সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারত। শেষ চারের লড়াইয়ে ইরানকে ৩৩-২১ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেন ভারতীয় মেয়েরা।

অন্যদিকে, চিনা তাইপেও নিজেদের গ্রুপে অপরাজিত ছিল। সেমিফাইনালে তারা ২৫-১৮ পয়েন্টে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। কিন্তু ফাইনালে ভারতীয়দের দুরন্ত পারফরম্যান্সের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি চিনা তাইপের মেয়েরা। শুরুতে কিছুটা লড়াই হলেও, বিরতির সময় ১৬-২০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ে চিনা তাইপে। এরপর আর তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

এবারের বিশ্বকাপের মোট ১১টিতে অংশ নিয়েছিল। ভারতীয় মেয়েদের সাফল্যে তাই গর্বিত প্রাক্তন তারকা অজয় ঠাকুর। তিনি বলেছেন, পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জয় প্রমাণ করছে, গত কয়েক বছরে মেয়েদের কবাডিতে আমরা প্রচুর উন্নতি করেছি।

স্কুকারে বিশ্বজয় করলেন অনুপমা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : বিশ্বমঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন অনুপমা রামচন্দ্রন। ২৩ বছর বয়সি তামিলনাড়ুর তরুণী প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে বিশ্ব স্নুকার খেতাব জিতেছেন। আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অনুপমা হারিয়েছেন তিনবারের চ্যাম্পিয়ন হংকংয়ের নাগ অন ই-কে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ম্যাচ ৩-২ ব্যবধানে জিতে নেন তিনি। একটা সময় ৬০-৬১ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন অনুপমার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু হংকংয়ের খেলোয়াড়ের কাছে সুযোগ ছিল ব্ল্যাক বল নিয়ে ৬ পয়েন্ট পাওয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন ই মিস করতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান অনুপমা।

বিশ্ব খেতাব হাতে অনুপমা।

চেন্নাইয়ের মেয়ে অনুপমা মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্নুকার খেলা শুরু করেন। এখনও পর্যন্ত আটটি জাতীয় জুনিয়র খেতাব জিতেছেন। ২০১৭ সালে রাশিয়াতে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৬ ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতেছিলেন অনুপমা। ২০২৩ সালে জিতেছিলেন ওয়ার্ল্ড স্নুকার কাপ। ওই বছরেই অনূর্ধ্ব ২১ ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়ন হন। ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে চলতি বছরে মেয়েদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছিলেন অনুপমা। এবার তাঁর মুকুটে যোগ হল, প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে স্নুকারে বিশ্বজয়ের নজির।

ডায়মন্ড হারবারে স্প্যানিশ মিডিও

প্রতিবেদন : মাঝমাঠ আরও শক্তিশালী করার জন্য স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আন্তোনিও মোয়ানো ক্যারালকুইলাকে সই করারল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ২৫ বছর বয়সি আন্তোনিও খেলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার পজিশনে। বেশ কিছুদিন ধরেই ডায়মন্ড হারবারের প্র্যাকটিসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কোচ কিবু ভিকুনার সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেন ক্লাব কর্তারা।

ডায়মন্ড হারবারে যোগ দেওয়ার আগে স্প্যানিশ ক্লাব কর্ডোবা সিএফ, এডি অ্যালকরকন, সাবাডেল এফসি ও সিএফ ফুয়েনলাব্রাডার হয়ে খেলেছেন আন্তোনিও। তাঁর ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা আসন্ন আই লিগে দলের কাজে লাগবে বলেই মনে করছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। এদিকে, সিকিম গভর্নরস গোল্ড কাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার ম্যাচ। গ্যাংটকেই প্রস্তুতি চলছে নরহরি শ্রেষ্ঠা, গাংতেদের। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডায়মন্ড হারবার। ঐতিহ্যশালী ডুরান্ড কাপের ফাইনালেও উঠেছিল। এবার কিবুর লক্ষ্য আই লিগে ভাল ফল করা।

আসছেন বৈভব

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট খেলতে কলকাতায় আসছেন বৈভব সূর্যবংশী। টুর্নামেন্টের এলিট গ্রুপ বি-র সব ক'টি ম্যাচের আয়োজক সিএবি। বুধবার ইডেনে বিহারের ম্যাচ রয়েছে। বৈভব আবার বিহারের সহ-অধিনায়ক। ফলে সেদিন চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বৈভবের ব্যাটিং ইডেনে চাক্ষুষ করতে পারবেন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। ম্যাচ শুরু হবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ক্রিকেট খেলতে কলকাতায় আসছেন রিঙ্কু সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, পৃথ্বী শ, অর্জুন তেন্ডুলকরের মতো ক্রিকেটাররাও।

জয়ী লাল-হলুদ

প্রতিবেদন : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব ১৮ ইয়ুথ লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে বড় জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার লাল-হলুদের যুবরা ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষ কেশব উমা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এফএ-কে।

সিন্ধুর পাশে সাইনা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শাটলার নয়, এই মুহূর্তে পিভি সিন্ধুর সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ শরীর! সাফ জানালেন সাইনা নেহওয়াল। জোড়া অলিম্পিকজয়ী সিন্ধুর চলতি বছরটা মোটেই ভাল কাটেনি। চোট-আঘাতে জর্জরিত সিন্ধু সম্প্রতি জানিয়েছেন, এই বছর তিনি আর কোনও টুর্নামেন্ট খেলবেন না। আপাতত বিশ্রাম নিয়ে আগামী বছরে নতুন উদ্যমে কোর্টে নামবেন। লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী সাইনা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, আপনি কোনও মেশিন নয়। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কেরিয়ারে একটা সময়ের পর শরীর সঙ্গ দেয় না। তখন লড়াইটা করতে হয় শরীরের সঙ্গে। সিন্ধু বারবারই শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে থেকেছে। কোনও বড় চোট পায়নি। কিন্তু এখন ওকে সেই শরীরের সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে। ওর দক্ষতায় কোনও মরচে পড়েনি। তবে শারীরিক সক্ষমতা কমেছে। সিন্ধুর প্রশংসা করে সাইনা আরও বলেছেন, সিন্ধু অসাধারণ খেলোয়াড়। কীভাবে সাফল্য পেতে হয়, সেটা ও ভাল করেই জানে। এই মুহূর্তে ওর লড়াইটা কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে নয়। শুধু শরীর পুরোপুরি সঙ্গ দিচ্ছে না। আমি নিশ্চিত, অদূর ভবিষ্যতেই এই সমস্যা সিন্ধু কাটিয়ে উঠবে। সাফল্যও পাবে। তাঁর এবং সিন্ধুর পর ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনে সেভাবে নতুন মুখ উঠে আসছে না। এই প্রসঙ্গে সাইনার বক্তব্য, নতুন প্রজন্মের মেয়েরাও প্রতিভাবান। ওদের খামতি হল শক্তিতে। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে সাফল্য পেতে গেলে আরও বেশি শক্তিশালী হতে হবে ওদের।

সংবিধানের দুই ধারাকে স্বীকৃতি

প্রতিবেদন : অবশেষে নতুন সংবিধানের দুই বিতর্কিত ধারাকে স্বীকৃতি দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আগেই নতুন সংবিধান গ্রহণ করেছিল ফেডারেশন। তবে দু'টি ধারাকে বাদ রাখা হয়েছিল। নতুন সংবিধানের এই দু'টি ধারা হল ২৫.৩ (সি) এবং ২৫.৩ (ডি)। এই দু'টি ধারায় ছিল, ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য হলে সেই ব্যক্তিকে রাজ্য সংস্থার পদ ছাড়তে হবে। অর্থাৎ নিজের রাজ্য সংস্থা অথবা সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার মধ্যে যে কোনও একটিতে থাকতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ফেডারেশনের বর্তমান কার্যকরী সমিতির বেশিরভাগ সদস্যই আবার কোনও না কোনও রাজ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। যদিও সোমবার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দু'টি ধারাকেও নতুন সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহার ট্রফিতে চন্দ্রহাসের ৩৩২

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে ট্রিপল সেঞ্চুরি হাঁকালেন বাংলার অধিনায়ক চন্দ্রহাস দাস। গতকাল ২০৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। সোমবার শেষ পর্যন্ত ৩১৯ বলে ৩৩২ রান করে নট আউট থেকে যান চন্দ্রহাস। যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে বাংলার ব্যাটারদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। চন্দ্রহাসের ইনিংস সাজানো ছিল ৫৩টি চার ও ১০টি ছয় দিয়ে। বাংলা ৭ উইকেটে ৬২৮ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর, চণ্ডীগড়ের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২২ রানেই গুটিয়ে যায়। ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে চণ্ডীগড়ের রান বিনা উইকেটে ১৭। বিরাট কোহলির ভক্ত চন্দ্রহাস আবার স্বপ্ন দেখেন ভারতীয় দলে খেলার।

গুয়াহাটিতে হারলে তৃতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দেশের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ হবে ভারত

গম্ভীরদের সামনে ফের হোয়াইটওয়াশ

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : যে পিচে প্রায় ১২ ঘণ্টা ব্যাট করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সেখানে ৫ ঘণ্টায় গুটিয়ে গেল গৌতম গম্ভীরের দল! টেস্ট মনসিকতা শূন্য। ধৈর্য নেই। টেকনিক তলানিতে। ব্যাটাররা খারাপ বলের জন্য অপেক্ষা করে না। কেন করবে? এই ভারতীয় দল টেস্ট খেলতে নেমে টি ২০ ভাবে। কোচ নিজেও আইপিএলে সফল। কিন্তু লাল বলে এ-যাবৎ প্রায় ফেল। তাঁর হাতে পড়ে ঘরের মাঠেও ভারত এখন হেরো দল। টেম্বা বাভুমা এদিন পন্থদের ২০১ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর ফলো অনের লজ্জা দেননি। কিন্তু ভারতের ঘাড়ের উপর হোয়াইটওয়াশের খাঁড়া ঝুলছে। ইডেনের পর বর্ষাপাড়াতেও হারের ভ্রুকুটিও।

এই দল যে স্পিন খেলতে পারে না সেটা ইডেনে প্রমাণিত। কিন্তু পেসের সামনেও যে ঠক-ঠক করে কাঁপে সেটা গুয়াহাটিতে বোঝা গেল। মার্কো জেনসেন ৪৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে গেলেন। সেটাও কোন পিচে জানেন? যাকে কুলদীপ যাদব রাস্তা বলেছিলেন। এই কুলদীপের কাছেই বরং শিক্ষা নিতে পারেন ভারতীয় ব্যাটাররা। তিনি নয় নম্বরে নেমে ১৩৪ বল কাটিয়ে গেলেন। তিনটি চারের সাহায্যে ১৯। কিন্তু এখানে রানটা বড় ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল মানসিকতা। উইকেটে টিকে থাকার ইচ্ছেটাই উবে গিয়েছে ড্রেসিংরুম থেকে। অনেকটা 'আসি যাই মাইনে পাই' গোছের হয়ে গিয়েছে কয়েকজনের কাছে।

দিনের শেষে ২৬-০ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১৪ রানের লিড নিয়েছে। তারা কোথায় গিয়ে থামবে তার উপর খেলার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। আপাতত ম্যাচের রাশ বাভুমার হাতে। এখান থেকে ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর কোনও আশা নেই ভারতের। শুধু দেখার আছে এটাই যে পন্থরা ০-১ নাকি ০-২ ফলে হারেন। তৃতীয় দিনের শেষে যা পরিস্থিতি তাতে ভারত আরও একটা হোম সিরিজ হারতে বসেছে। নিউজিল্যান্ডের কাছে হোম সিরিজে ০-৩ হেরেছিল ভারত। এখানে হারলে হোম সিরিজের আর কোনও মাহাত্ম্য থাকবে না। মনে করা যাক রো-কোর জমানা। হোম সিরিজে ভারতকে কেউ হারাতে পারত না।

ওপেনার কেএল রাহুল (২২) সকালে সিমারদের ঠিকঠাক সামলে নিলেও উইকেট দিয়ে গেলেন কেশব মহারাজকে। আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (৫৮) স্পিন-পেস দুটোর সামনেই সাবলীল ছিলেন। হাফ সেঞ্চুরিও করে ফেলেছিলেন। যখন বড় ইনিংস খেলবেন মনে হচ্ছিল তখনই হার্মারকে পুল মারতে গিয়ে ব্যাটের উপরে লাগিয়ে ফেললেন। রাহুল যখন আউট হন তখন ভারতের রান ছিল ৬৫। এরপর যশস্বী ফিরে গেলেন দলের ৯৫ রানে। অতঃপর জেনসেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেন। তাঁর সামনে কিছুটা লড়লেন ওয়াশিংটন সুন্দর (৪৮)। ৬৪ রানে ৩ উইকেট নেন হার্মার। মহারাজের ১ উইকেট।

গম্ভীর-আগারকর জুটির তিন টেক্কা জুরেল, সুদর্শন ও নীতীশের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভাল। ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারে তিনে একসময় দ্রাবিড়, পুজারারা খেলতেন। সুদর্শনকে (১৫) পেয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট হাতে চাঁদ পেয়েছিল। কোথা থেকে এলেন তিনি। একটা সফল আইপিএল মরশুম শেষ করে।

আরও একটি উইকেট। জেনসেনকে অভিনন্দন সতীর্থদের। সোমবার গুয়াহাটিতে।

কিন্তু এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার দরকার পড়ে না যে ২০ ওভারের আইপিএল আর পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেট এক নয়। জুরেল (০) আবার এ দলের হয়ে একটি ম্যাচে জোড়া সেঞ্চুরি করে এসেছিলেন। আপাতত এই সিরিজে তিন ইনিংসে ব্যর্থ। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থাকা বাউন্সারে বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে উইকেট দিয়ে গেলেন তিনি। নীতীশও (১০) জেনসেনকেই উইকেট দিয়ে গিয়েছেন।

নীতীশ ঠিক কী করেন সেটা কেউ জানে না। তাঁকে খেলানো হলে তেমন বল দেওয়া হয় না। আর ব্যাট হাতে নিচের দিকে নেমে কোনও অবদন রাখতে পারেন না। অথচ তিনি আছেন! তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার ডেকে নেওয়া হয়েছিল শুভমন ঘাড়ে চোট পেতেই। যেন শুভমনের অভাব নীতীশ একাই ঢেকে দেবেন! জাদেজা (৬) এরকম পরিস্থিতিতে অনেকবার ইংল্যান্ডে দলকে সামলেছেন। কিন্তু এখানে অদ্ভুতভাবে আউট হলেন। বল তাঁর ঘাড়ে লেগে ব্যাটে লেগে ক্যাচ চলে গেল। তার আগে পন্থ (৭) স্টেপ আউট করে মারতে গিয়ে জেনসেনকে উইকেট দিয়ে গেলেন। ওই সময় যার কোনও দরকারই ছিল না।

সোমবারও আলো কমে যাওয়ায় খেলা আগে বন্ধ হল। তার আগে মার্করাম (১২ ব্যাটিং) ও রিকেলটন (১২ ব্যাটিং) স্বচ্ছন্দে উইকেটে কাটিয়ে গেলেন। দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ২৬-০। মঙ্গলবার এই জুটি যত এগোবে ততই ভারতের উপর চাপ বাড়বে। গম্ভীরদের সামনে এখন আরও একটা হোয়াইটওয়াশের ছায়া। এই সেদিনও ভারত টেস্টে এক নম্বর দল ছিল। ভারতে এসে অস্ট্রেলিয়াও সিরিজ জিতে ফিরতে পারেনি। এখন কী জমানা পড়ল যে যারা আসছে তারাই জিতে চলে যাচ্ছে! দু-একটা ব্যতিক্রমী দল অবশ্যই আছে। তাহলে কি গম্ভীর-আগারকর জমানায় বেছে বেছে শুধু তাদের সঙ্গেই খেলতে হবে!

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : ৪৮৯ রান
ভারত (প্রথম ইনিংস) : যশস্বী জয়সওয়াল ক জেনসেন বো হার্মার ৫৮, কে এল রাহুল ক মার্করাম বো মহারাজ ২২, সাই সুদর্শন ক রিকেলটন বো হার্মার ১৫, ধ্রুব জুরেল ক মহারাজ বো জেনসেন ০, ঋষভ পন্থ ক ভেরেইনি বো জেনসেন ৭, রবীন্দ্র জাদেজা ক মার্করাম বো জেনসেন ৬, নীতীশ রেড্ডি ক মার্করাম বো জেনসেন ১০, ওয়াশিংটন সুন্দর ক মার্করাম বো হার্মার ৪৮, কুলদীপ যাদব ক মার্করাম বো জেনসেন ১৯, জসপ্রীত বুমরা ক ভেরেইনি বো জেনসেন ৫, মহম্মদ সিরাজ নট আউট ২। অতিরিক্ত : ৯। মোট (৮৩.৫ ওভারে অল আউট): ২০১ রান। বোলিং : মার্কো জেনসেন ১৯.৫-৫-৪৮-৬, উইয়ান মুল্ডার ১০-৫-১৪-০, কেশব মহারাজ ১৫-১-৩৯-১, সাইমন হার্মার ২৭-৬-৬৪-৩, এইডেন মার্করাম ১০-১-২৬-০, সেনুরান মুথুস্বামী ২-০-২-০। দক্ষিণ আফ্রিকা (দ্বিতীয় ইনিংস) : এইডেন মার্করাম নট আউট ১২, রায়ান রিকেলটন নট আউট ১৩। অতিরিক্ত : ১। মোট (৮ ওভারে বিনা উইকেটে) : ২৬ রান। বোলিং : জসপ্রীত বুমরা ৩-০-১৩-০, মহম্মদ সিরাজ ৩-১-৮-০, রবীন্দ্র জাদেজা ১-০-২-০, কুলদীপ যাদব ১-০-২-০।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ছেলেখেলা চলছে : শাস্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : ভারতীয় টেস্ট দলের তিন নম্বর জায়গা কার্যত মিউজিক্যাল চেয়ারে পরিণত হয়েছে! নাম না করে গৌতম গম্ভীরকে তোপ দাগলেন রবি শাস্ত্রী। ইডেন টেস্টে ওয়াশিংটন সুন্দরকে তিনে ব্যাট করানো হয়েছিল। কিন্তু গুয়াহাটিতে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামলেন সাই সুদর্শন! আটে নেমে গেলেন ওয়াশিংটন! গম্ভীরের পরিকল্পনা মাথায় ঢুকছে না শাস্ত্রীর। তিনি বলছেন, আমি তো বুঝতেই পারছি না, কোন পরিকল্পনার জন্য এই সিদ্ধান্ত! এর কোনও মানে নেই। তিন নম্বর জায়গা নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। ক্ষুব্ধ শাস্ত্রীর সংযোজন, কলকাতায় চারজন স্পিনার খেলানো হল। তার মধ্যে একজন স্পিনার মাত্র এক ওভার বল করল! সেখানে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটারকে খেলানোই যেত। আবার গুয়াহাটিতে ওয়াশিংটনকে তিনের বদলে আট নম্বরে খেলানো হল! ও এর থেকে ভাল ব্যাটার। ইডেনে তিনে খেললে, এখানে ওকে চারে খেলানো যেত। তা হলেও একজন বিশেষজ্ঞকে খেলানো যেত। এসব করতে গিয়ে তো ব্যাটিংয়ে ভারসাম্যটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

সোমবার যেভাবে ভারতীয় ব্যাটাররা নিজেদের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এলেন, তা দেখে শাস্ত্রীর বক্তব্য, অত্যন্ত সাধারণমানের ব্যাটিং। পিচ এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ ভাল। এই পিচে ভারতীয় ব্যাটাররা যেভাবে নিজেদের উইকেট উপহার দিল, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ওদের উচিত সেটা স্বীকার করা। ঋষভ পন্থের আউট নিয়ে বিরক্ত আরেক প্রাক্তন অনিল কুম্বলে। তাঁর বক্তব্য, পন্থ বলতেই পারে, আমি এভাবেই ব্যাট করি। কিন্তু আপনাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে হবে। এই পিচ মোটেই কলকাতার মতো নয়। এখানে ধৈর্য ধরলে লম্বা ইনিংস খেলা সম্ভব। এমনটাও নয় যে, জেনসেন টানা ২০ ওভার বল করত। পন্থের উচিত ছিল, জেনসেনের স্পেলটা শেষ করে স্ট্রোক খেলার। ডেল স্টেইন আবার পন্থের ওই শটকে চিহ্নিত করেছেন 'ব্রেনফেইড' বলে। স্টেইন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আপনি এক ওভারে কোনও টেস্ট ম্যাচ জিততে পারবেন না। ওটা একটা ব্রেনফেইড শট।

ভেবেছিলাম দু'দিন ফিল্ডিং করতে হবে : জেনসেন

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : পাটা পিচে গোটা একটা দিনও ব্যাট করতে ব্যর্থ ঋষভ পন্থরা। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের এই বেহাল দশা দেখে অবাক মার্কো জেনসেন। ৬ উইকেট নেওয়া প্রোটিয়া পেসারের স্বীকারোক্তি, স্পিনাররা দুর্দান্ত বল করেছে। আমি ভাগ্যবান যে, ওদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সুবিধা আমি পেয়েছি। পিচে সামান্য পেস ও বাউন্স আছে। তবে পিচ এখনও ভাল আছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, অন্তত দু'দিন ফিল্ডিং করতে হবে। সে জায়গায় পুরো একটা দিনও ফিল্ডিং করতে হল না। এটা ভেবেই ভাল লাগছে। দিনটা আমাদের জন্য খুব ভালই কাটল।

পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসেও যে ভারতীয় ব্যাটারদের কাজটা সহজ হবে না, তা নিয়ে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন জেনসেন। তিনি বলেন, পিচে বল কিন্তু একটু একটু করে ঘুরতে শুরু করেছে। বল কিছুটা থমকে ব্যাটে আসছে। তাই চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করাটা মোটেই সহজ হবে না। স্পিনাররা আরও বেশি কার্যকরী ভূমিকা নেবে। সেটা কালও হতে পারে আবার পরশুও হতে পারে। ব্যাট হাতে ৯৩ রান করার পর বল হ আতে ৬ উইকেট। ম্যাচের সেরা হওয়ার প্রবল দাবিদার জেনসেন। প্রোটিয়া পেসারের বক্তব্য, কাগিসো রাবাডার ছিটকে যাওয়াটা আমাদের জন্য বড় ধাক্কা। তাই আমি বাড়তি দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম। আজ পিচে বেশ পেস ও বাউন্স পেয়েছি। সঙ্গে ভাল স্যুইংও হচ্ছিল। সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।

অন্যদিকে, সাংবাদিক বৈঠকে এসে ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেলকে আড়াল করার চেষ্টা করলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। দু'জনেই অহেতুক শট খেলতে গিয়ে উইকেট উপহার দিয়েছিলেন জেনসেনকে। ওয়াশিংটন বলেন, অন্য কোনও দিনে ওই দুটো শটই হয়তো গ্যালারিতে গিয়ে পড়ত। আমরা আমরা সবাই হাততালি দিতাম। ওদের দক্ষতা প্রমাণিত।